দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১৯ ॥ ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৩ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

রাস্তায় নয়, ন্যায্য দাবি নিয়ে আমার কাছে এসো: শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন নয়, তোমাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আমার কাছে এসো, সেগুলো পূরণ করা হবে। সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে পরিকল্পনা কমিশনে একনেক সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন শিক্ষা উপদেষ্টা। ঢাকা শহরে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে মানুষ অতিষ্ঠ, এর সমাধান কোথায়? এমন প্রশ্নে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, অনেকবার বলা হয়েছে শ্রমিকরা, শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন সংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, শ্রম আইন সংস্কারে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেন আরও বেশি বিদেশি ক্রেতা আকর্ষণ করা যায়। সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে মার্কিন শ্রম ও ব্র্যান্ড প্রতিনিধিদল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে। অধ্যাপক ইউনূস প্রতিনিধিদলকে বলেন, আমরা আমাদের শ্রম আইনকে বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চাই। এটি আমার অঙ্গীকার।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম আইন সংস্কারের জন্য বিশেষ দূত নিয়োগ করেছে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার সংগঠন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্বেগগুলো মোকাবিলার জন্য কাজ করছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মার্কিন শ্রম দপ্তরের উপ-অর্থ সচিব থিয়া মেই লি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি কেলি ফে রদ্রিগেজ।

সাক্ষাৎকালে এই দুই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্র, বৈশ্বিক শ্রম অধিকার সংগঠন এবং বাংলাদেশ থেকে পোশাক ও জুতা ক্রয়কারী শীর্ষ আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো অধ্যাপক ইউনূসের শ্রম আইন সংস্কারের উদ্যোগকে সমর্থন করছে।

কর্মকর্তাদের সঙ্গে নতুন ইসির মতবিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বসেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন নেতৃত্বাধীন কমিশন। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে এই মতবিনিময় সভা শুরু হয়। এতে নতুন চার কমিশনার, কমিশন সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। এর আগে প্রথম কর্মদিবসে দায়িত্ব পালনে যথা সময়ে নির্বাচন কমিশনে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীন। এরপর পর্যায়ক্রমে আসেন অপর চার কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমানেল মাসুদ, সাবেক যুগ্ম সচিব তাহমিনা আহমেদ ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। সিইসির সঙ্গে দেখা করেন কমিশন সচিব শফিউল আজিম। এ সময় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের শুভেচ্ছা জানান। শপথ গ্রহণের পর ইসির এটিই প্রথম মতবিনিময়

২-এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম সোমবার ঢাকায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এনএসডিএ এর সভাকক্ষে 'ডিমেনশিয়া যত্ন ও নাগরিক মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ট্রেনিং কতটুকু পাচ্ছি: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ডিমেনশিয়া রোগীর সেবা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার ট্রেনিং কতটুকু পাচ্ছি। সোমবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে আগারগাঁওয়ের বিনিয়োগ ভবনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও আলঝেইমার সোসাইটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে 'ডিমেনশিয়া যত্ন ও নাগরিক মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নূরজাহান বেগম বলেন, বলা হচ্ছে আমাদের দেশে ১১ লাখের বেশি ডিমেনশিয়া রোগী আছে, এর মধ্যে ৮ লাখ ৩০ হাজার নারী রোগী রয়েছে। নারী রোগী বেশি হওয়ার কারণ কি? নারীরা তাদের কষ্ট কাউকে বলতে পারে না, কথা না বলতে পাড়ার কারণে তাদের মস্তিকের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না? এটা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে কি না জানি না। এটা নিয়ে আরও বেশি গবেষণা হওয়া উচিত। আরও দেখা উচিত, এসব নারী-রা কি গ্রামের না শহরকেন্দ্রিক। তিনি আরও বলেন, ডিমেনশিয়া রোগীদের একটু

২-এর পাতায় দেখুন

সরকারি সেবা স্বচ্ছ ও জনমুখী করুন: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সাধারণ নাগরিক যারা সেবা নেওয়ার জন্য রাজউকসহ সরকারের বিভিন্ন দফতরে যানড় তাদের জন্য আপনাদের সেবাটা দয়া করে স্বচ্ছ এবং জনমুখী করুন। নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ জনগণের যেন ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়, সেই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। যত্রতত্র জলাশয় ভরাট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জলাশয় আইন যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকায় বুয়েটের কাউন্সিল ভবন অডিটোরিয়ামে ইউআরপি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বুয়েট (ইউএসএবি) কর্তৃক 'প্ল্যানিং উইক ২০২৪' উপলক্ষে আয়োজিত 'জাস্ট আরবান ট্রানসিজন অ্যান্ড আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং,

২-এর পাতায় দেখুন

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলবে

হাইকোর্টের আদেশে স্থিতাবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর এলাকায় তিনদিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের আদেশে স্থিতাবস্তা (স্ট্যাটাসকো) দিয়েছেন চেম্বার আদালত। সোমবার (২৫ নভেম্বর) আপিল বিভাগের চেম্বার জজ মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন। এর ফলে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলে আর বাধা থাকল না। এর আগে, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে রাষ্ট্রপক্ষ। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এরও আগে বৃহত্তর ঢাকা সিটি করপোরেশন প্যাডেলচালিত রিকশা মালিক ঐক্যজোটের সভাপতি জহুরুল ইসলাম মাসুম ও সেক্রেটারি মো. মমিন আলী হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটে ঢাকা মহানগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধ চাওয়া হয়। ওই রিটের শুনানি নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর ঢাকা মহানগর এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সচিব, আইজিপি, ঢাকার পুলিশ কমিশনার, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের আদালতের এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা

২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ কোনো শিক্ষার্থী নিহত হয়নি, অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ ও ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষে কেউ নিহত হয়নি বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। অপপ্রচার থেকে সবাইকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে তারা। সোমবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত ১৬ নভেম্বর ডেমরার ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হাওলাদার ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে গত ১৮ নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। ওইদিন রাতে তার পরিবার ও

২-এর পাতায় দেখুন

আজ ৭ কলেজের পরীক্ষা স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অধিভুক্ত রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের অনার্স চতুর্থ বর্ষের আজ (২৬ নভেম্বর) পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের অনার্স ৪র্থ বর্ষের মঙ্গলবারের (২৬ নভেম্বর) অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা 'অনিবার্য কারণে' স্থগিত করা হলো। স্থগিতকৃত পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পূর্বঘোষিত সময়সূচির অন্যান্য পরীক্ষা অপরিবর্তিত থাকবে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে সাত কলেজের অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়। এর মধ্যে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাহাবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত দুইদিন ধরে পুরান ঢাকার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এর মধ্যে আজ সোমবার সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিপাকে পড়েন কবি

২-এর পাতায় দেখুন

কলেজে হামলা-সহিংসতায় কারও ইন্ধন থাকলে কঠোর হাতে দমন : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত দুইদিন হামলা ও সংঘর্ষে জড়ান ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা, কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে কলেজগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বহু শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া সম্প্রতি ঢাকা ও সিটি কলেজের মধ্যেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসব হামলা-সংঘর্ষের পেছনে কারও ইন্ধন থাকলে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। সোমবার বিকেলে শফিকুল আলম বলেন, রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের সংঘর্ষে না জড়িয়ে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ ধরনের সংঘাতের পেছনে কোনো ইন্ধন

২-এর পাতায় দেখুন

এই মুহূর্তে কোনো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ নেই: শ্রম সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ নেই বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, আমাদের ১৯টি ফ্যাক্টরি নিয়ে সমস্যা ছিল। তার মধ্যে ৫-৬টি আমরা এড্রেস করেছি। বাকিগুলো নেগোসিয়েশন চলছে। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ সব কথা বলেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, দেশে এই মুহূর্তে ওই ধরনের কোনো অসন্তোষ নেই। কিন্তু নতুন করে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। আমাদের ১৯টি ফ্যাক্টরি নিয়ে সমস্যা ছিল। তার মধ্যে ৫-৬টি আমরা এড্রেস করেছি। বাকিগুলো নেগোসিয়েশন চলছে। আমরা আশা করছি অসন্তোষ দূর

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনের উপস্থিতিতে সোমবার ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ ভবনে বিডার সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

যাত্রাবাড়ী-ডেমরায় ৬ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা এলাকায় শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় ছয় প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৪টায় বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা এলাকায় ছয় প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ ভাঙচুরের প্রতিবাদে সোমবার 'মেগা মানডে' ঘোষণা করে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ঘোষণা অনুযায়ী ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে (ডিএমআরসি) হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। সোমবার (২৫ নভেম্বর) দুপুর থেকে

২-এর পাতায় দেখুন

তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র যাত্রাবাড়ী

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইলের ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে মোল্লা কলেজের সামনে সংঘর্ষ ঘটে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয় যাত্রাবাড়ীর ডেমরা এলাকা। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন। এর আগে সকাল ১০টার দিকে লাঠিসোঁটা হাতে সোহরাওয়ার্দী কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। পরে তারা মিছিল নিয়ে কবি নজরুল কলেজের সামনে আসেন। এসময় নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ মাইকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানালে দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা 'ভুয়া, ভুয়া' স্লোগান দিতে থাকেন। পরে তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ডেমরা সড়ক সংলগ্ন মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে হামলা চালায়। এসময় মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। পুরান ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেলে মাহাবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিতের মৃত্যুর ঘটনায় রোববার ঘেরাও কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল

২-এর পাতায় দেখুন

মোল্লা কলেজে আটকে পড়াদের উদ্ধারে সেনাবাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ডেমরায় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে হামলা চালিয়েছেন কবি নজরুল সরকারি কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ সময় কিছু শিক্ষার্থী কলেজ ভবনের ভেতরে

২-এর পাতায় দেখুন

VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

আসন্ন রমজানে দেশ কঠিন সংকটে পড়ার শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন রমজানে দেশ কঠিন সংকটে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন কারণে স্থানীয় শিল্পে স্থবিরতা, অন্যদিকে নানা জটিলতায় আমদানি কমে যাওয়ায় বাড়তি চাহিদার বিপরীতে পণ্য সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় ব্যবসাবাণিজ্যে গতি ফেরাতে সবরকম ভীতি কাটিয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)- এর সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, 'দেশের সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অস্বস্তি বিরাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। ঘন ঘন আলোচনার সুযোগ তৈরি করতে হবে। 'বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে শ্লথগতি বিরাজ করছে। করোনা মহামারির পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেমে আসা মন্দা বাংলাদেশকেও প্রভাবিত করে। জ্বালানি, খাদ্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতিসহ সব ধরনের পণ্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, ডলারের বিপরীতে টাকার দ্রুত অবমূল্যায়ন, ডলারের অভাবে অনেক ব্যাংক ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য চরমভাবে ব্যাহত হয়। পাশাপাশি সরকারের ঋণ বৃদ্ধি ও

ব্যাংক খাতে নজিরবিহীন লুটপাটের কারণে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পাননি। আবার বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে শিল্প স্থাপন করেও গ্যাস সংযোগ না পাওয়া এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তার কারণে উৎপাদন শুরু করা যায়নি। এ কারণে বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন বাড়েনি। উদ্যোক্তারা বলছেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। উল্টো ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের ওপর নানামুখী চাপ অব্যাহত থাকায় নতুন বিনিয়োগ অনেকটা স্থবির হয়ে আছে। ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, আইনশৃঙ্খলায় অস্বস্তিসহ নানা কারণে উৎপাদনে গতি ফেরেনি। বরং কারখানায় হামলা, হয়রানিমূলক মামলা, ব্যাংক হিসাব জব্দ, বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ভিত্তিহীন নানা প্রচারে ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে ব্যাংক ঋণের বেশ কিছু নিয়ম পরিবর্তন করায় প্রকৃত ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা করেও যারা কখনো খেলাপি হননি, নতুন নিয়মের ফাঁদে পড়ে তারাও এখন খেলাপির তালিকায় যুক্ত হচ্ছেন। কোনো শিল্প গ্রুপের আওতাভুক্ত একটি কোম্পানি খেলাপি হলে পুরো গ্রুপের নতুন ঋণসুবিধা বন্ধের নিয়ম করায় অনেক ভালো প্রতিষ্ঠান বিপাকে পড়ছে। একটি কোম্পানি খারাপ হলে পুরো গ্রুপের সিআইবি রিপোর্ট খারাপ দেখানো হচ্ছে। এর ভিত্তিতে ওই গ্রুপকে খেলাপি গণ্য করে ব্যাংকসুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ নিয়মের ৭-এর পাতায় দেখুন

সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : 'ভুল চিকিৎসায়' অভিজিৎ হালদার নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হামলা-ভাঙচুর ও সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে সোহরাওয়ার্দী কলেজে দুদিন এবং কবি নজরুল কলেজে একদিন শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের (ডিআরএমসি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের চলমান সংঘর্ষের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ ড. কাকলী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সোম ও মঙ্গলবার কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকালের অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষাও স্থগিত থাকবে। অধ্যাপক কাকলী অভিযোগ করে বলেন, আমার আক্ষেপ করে বলতে হচ্ছে গতকাল (রোববার) থেকে আজ পর্যন্ত আমার ক্যাম্পাসে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। আমি এখন যাত্রাবাড়ী এসেছি। এখানে আমার শিক্ষার্থীরা আটকা পড়েছে। তাদের উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু নিরাপত্তা ইস্যু থাকায় আমাকে ভেতরে যেতে দিচ্ছে না আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এর আগে রোববার অধ্যক্ষের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর কলেজের সব শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

এদিকে, কবি নজরুল সরকারি ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর বেশির ভাগ ফুটপাত দখলে যানজটের পাশাপাশি বাড়ছে দুর্ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বেশির ভাগ ফুটপাত দখল করে দোকানপাট বসানো হয়েছে। কোথাও আবার মাঝরাস্তা পর্যন্ত উঠে গেছে দোকান। এতে ব্যস্ত রাজপথ যেমন সংকুচিত হয়েছে তেমনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় চলতে হচ্ছে নগরবাসীকে। দুর্ঘটনা বাড়ার পাশাপাশি যানজটের তীব্রতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে এখনও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রাজধানীর মিরপুর, গুলিস্তান, কারওয়ান বাজারসহ বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, পথচারীদের হাঁটাচলার জন্য ফুটপাত থাকলেও তা পুরোপুরি হকারদের দখলে চলে গেছে। কোথাও কোথাও আবার ২ থেকে ৩ স্তরে বসেছে দোকানপাট। ছোট ছোট দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় দেখে বোঝার উপায় নেই, এটি আদতে ফুটপাত। আর মূল রাস্তার ওপর ঝুড়ি ও ভ্যান বসিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন ফল। এ বিষয়ে অধিকাংশ হকার কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অনেকেই আবার কথা বলতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তোফায়েল নামে এক হকার বলেন, সবকিছু ম্যানেজ করেই এখানে বসেছি। বললেই তো আর উঠানো যাবে না। ইকবাল নামে আরেক জানান, আমরা তো রাস্তার পাশে বসেছি। অনেকে তো রাস্তার মাঝে বসেছে। তাদের জন্যই বেশি সমস্যা হচ্ছে। কিছু করে তো খেতে হবে। এদিকে ফুটপাত দখলের কারণে অধিকাংশ জায়গায় তীব্র যানজট তৈরি হচ্ছে। বাসযাত্রী ও সাধারণ পথচারীরা বলছেন যাচ্ছেতাই অবস্থা, কেই দেখার নেই। রাস্তা ও ফুটপাত দখল করায় দুর্ঘটনা, যানজটের পাশাপাশি নগরীর সৌন্দর্যও নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে সরিয়ে দেওয়া হলেও কিছুক্ষণ পর ফের একই অবস্থা। স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। মিলন নামে এক পথচারী বলেন, হকারদের স্থায়ী বসার জায়গা বা বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তারা ফুটপাত দখল করতেই থাকবে। সমস্যা সমাধানে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দরকার। ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, রাস্তা দখল করে বা রাস্তার পাশে কেউ বসতে পারবে না।

সব নীতিনির্ধারকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যানজট নিরসনে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পে হাজার কোটি টাকা খরচ করেও মেলেনি সুফল। এর মূল কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে সড়কে যত্রতত্র দখলদারিত্ব। আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং গোড়া থেকে উচ্ছেদ করতে না পারলে রাজধানীর সড়ক হকারমুক্ত করা যাবে না।

সাবেক আইজিপি মামুন ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যা মামলায় সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সোমবার (২৫ নভেম্বর) সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালত শুনানি শেষে রিমান্ডের আদেশ দেন।এরআগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা জোনাল টিমের ডিবি পুলিশে পরিদর্শক মো. মাহমুদুর রহমান তার ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। শুনানিকালে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। তারপক্ষে আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার তিন দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বেশ কয়েক দফায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ রোডের পাশে জসিম ৭-এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা জরুরি : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা একান্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, বিগত পলাতক স্বৈরশাসকের সময় আমরা দেখেছি গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। সোমবার (২৫ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, লেখক,

সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যেকোনো বিষয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে, এটি গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু ভিন্নমতকে দমন ও দলাদলিতে পরিণত করলে কি হতে পারে তা গত দেড় দশকে দেশের জনগণ হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে। পালাতক স্বৈরাচারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন্ত্রী-এমপি কিংবা বায়তুল মোকাররমের খতিব, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের পলায়নের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, অবৈধ রাষ্ট্রশক্তি নয়, শেষ পর্যন্ত জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। তিনি বলেন, আওয়ামী স্বৈরাচারের পলায়নের পর জনগণের বিশাল আশাঙ্খা নিয়ে যাত্রা শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে, গণতন্ত্রের পক্ষের সব শক্তি ও সাংবাদিকদের সতর্ক থাকা দরকার। চলমান গণতন্ত্রের যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বিতাড়িত স্বৈরাচার ও তাদের দোসর নানা কৌশলে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দাবি করে তারেক রহমান বলেন, অপশক্তি দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে গণতন্ত্রের স্বপক্ষের শক্তির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির চেষ্টা করছে। তবে আমরা সবাই সতর্ক থাকলে দেশের স্বপক্ষের শক্তির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি। তিনি আরও বলেন, পলাতক মাফিয়া সরকার বিগত দিনে বিএনপিসহ বিরোধী দলের হাজার-হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। শত-শত নেতাকর্মীকে গুম করেছে। গণঅভ্যুত্থানের সময় ৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে গণঅধিকার পরিষদের ১৭ প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কাছে ১৭টি সংস্কার প্রস্তাব জমা দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। সোমবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সংস্কার কমিশনে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান এসব প্রস্তাব জমা দেন। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে : (১) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধানে নির্বাচনকালীন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা গঠিত হবে। (২) জুলাই বিপ্লবে গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার বিধান যুক্তকরণ। (৩) নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো। সে ক্ষেত্রে ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পাশাপাশি ৮ বিভাগে ৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা।

(৪) নির্বাচন কমিশন গঠনের ৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থীদের সংঘাত নিয়ে যা বললেন উপদেষ্টা মাহফুজ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ছাত্র-তরুণদের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ তৈরি, অভ্যুত্থানের শক্তিকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলার অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে এক পোস্টে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। মুক্তিযুদ্ধের পরের দশ-পনেরো বছরের ইতিহাস মুক্তিযোদ্ধাদের একে অপরকে হত্যার ইতিহাস দাবি করে মাহফুজ আলম পোস্টে লিখেছেন, যারা চায়নি বাংলাদেশ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াক, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের একে অপরকে দিয়ে হত্যা করিয়েছে। তাদের নিজেদের ভুল ছিল না তা নয়, কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধাগণের একের পর এক হত্যা বাংলাদেশকে কীভাবে পিছিয়ে দিল, তা ইতিহাস একদিন বলবে। এবারের আন্দোলন সাহসী ছাত্র তরুণদের নেতৃত্বে জনগণের আন্দোলন মন্তব্য করে তিনি আরও লেখেন, একটি দল এবং দেশি-বিদেশি সুযোগ সন্ধানী এস্টাবলিশমেন্ট গত তিন মাসে ছাত্রদের ভিলিফাই (অপমান) করেছে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়েছে, অন্য একটি তরুণ দলকে লেলিয়ে দিয়েছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে, তদুপরি ছাত্রদের সঙ্গে সম্মানজনক ভাবে ডিল তো করেইনি, বরং ছাত্রদের তারা শত্রু গণ্য করেছে। তার পরিণতি কি ভালো হচ্ছে, বা হবে? উপদেষ্টা মাহফুজ আলম লেখেন, মনে রাখতে হবে, বিদেশি শক্তির কোনো সাধ্য নাই এ দেশের মানুষকে পদানত করার। কিন্তু, গোলামির মানসিকতার কিছু গাদ্দার আর হঠকারীর এ শক্তি আছে। তারা গত তিন মাসে তা দেখাল। ছাত্রদের আজ সংঘাতের মুখে ঠেলে দিয়ে হত্যার মাধ্যমে ছাত্রদের বৈধতার সঙ্কট হলে, যারা যারা লাভবান হবে, তারা সবাই ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি ক্ষমতার জন্য না, জনগণের জন্য লড়াই করে: সেলিনা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিনা রহমান বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতার জন্য না জনগণের জন্য লড়াই করে। জনগণের কল্যাণের জন্য লড়াই করে। সোমবার (২৫ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে 'বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা, মাহিদুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সকল রাজনীতিবিদদের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহরের দাবিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনা সভার আয়োজন করে 'মহিদুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আয়োজক কমিটি'।

সেলিনা রহমান বলেন, আপনারা দেখেন একের পর এক যতগুলো স্বৈর সরকার এসেছে- শহীদ জিয়া থেকে শুরু করে বেগম খালেদা জিয়া সবাইকেই মিথ্যা মামলা দিয়ে জর্জরিত করে রেখেছে। তারপর ৭-এর পাতায় দেখুন

অবৈধ দখলদার বুলবুল-হিটলার গংদের আড়াই মাসে কয়েক লক্ষ টাকা ঘাপলা, ক্ষোভে ফুঁসছে সদস্যরা

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদ সরকার পতনের পর পরই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতি জোরপূর্বক দখলে নেয় কতিপয় আ'লীগের দোসর শামীম রেজা হিটলার ও বুলবুল গং। আ'লীগের সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী হিটলার ও বুলবুল বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে সদর দলিল লেখক সমিতি দখলে নিলে সাধারণ সদস্যদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সদস্যদের সম্মতি ছাড়াই হিটলার গং কমিটি ঘোষণা করেন। এ বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের দখলদারত্বের সংবাদ প্রকাশ হলে বিএনপির পক্ষ থেকে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই মর্মে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন রাজশাহী মহানগর বিএনপি। আড়াই মাস দ্বায়িত্বে থেকে তারা সাধারণ সদস্যদের জমাকৃত কয়েক লক্ষ টাকা বুঝিয়ে না দিয়ে শুরু করেন

তালবাহানা। জানা যায়, গত ১৫ আগস্ট রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতির কার্যালয়ে আব্দুর রকিব বুলবুল ও শামিম রেজা হিটলার বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে বহিরাগত শতাধিক সন্ত্রাসীদের নিয়ে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে চরম ভীতির সৃষ্টি করেন এবং সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি ভেঙে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। সেই প্রেক্ষিতে সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি পদত্যাগ করলে সমিতির ১৪৫ জন সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৩ জন সদস্যের সমর্থনে আব্দুর রকিব বুলবুল ও শামীম রেজা হিটলার নিজেরাই নিজেদের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব ঘোষণা করে জোরপূর্বক সমিতি দখলে নেয়। তাদের এই দখলদারিত্বে সাধারন সদস্যরা খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। দখলবাজ বুলবুল-হিটলার কমিটি নিজেদের তথাকথিত বিএনপির কর্মী ও সমর্থক দাবি করায় এবং সমিতির কার্যালয়ে সবসময় বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বসিয়ে রাখার কারণে সিংহভাগ সদস্যরা ক্ষুব্ধ থাকলেও ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। তবে গত ১২ অক্টোবর শীর্ষ জাতীয় দুটি পত্রিকায় বুলবুল-হিটলার গং এর জোরপূর্বক সমিতি দখলকাণ্ড ও নানা কুকির্তী নিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

নাগরিক অধিকার ও নিজ বাড়িতে ফিরতে চাই: তুরিন আফরোজের মা

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের বিরুদ্ধে বাড়ি দখল ও সন্ত্রাসী ভাড়া করে ভয়-ভীতি দেখানোর অভিযোগ তুলে তার মা শামসুন্নাহার তসলিম নিজের নাগরিক অধিকার এবং বাড়ি ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সোমবার (২৫ নভেম্বর) হাইকোর্টের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে এমন অভিযোগ করেন তিনি। শামসুন্নাহার তসলিম বলেন, 'আমি আমার মানবাধিকার চাই, নাগরিক অধিকার চাই। গ্রামের বাড়িতেও যেতে দেওয়া হয় না। এলাকায় সন্ত্রাসী ভাড়া করে রেখেছে। তার নামে ফাউন্ডেশন খুলে সেই সন্ত্রাসীরা আমাকে ভয় দেখায়। আমাকে জামায়াতের রোকন বানিয়ে লিফলেট বিতরণ পর্যন্ত করেছে।' তিনি বলেন, 'আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি আপনাদের (সাংবাদিক) সামনে এসেছিলাম। সরকারের কাছে আমার ন্যায্য বিচার ৭-এর পাতায় দেখুন

পাঁচ মামলায় আমু-ইনুসহ গ্রেফতার ৫

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পৃথক চার থানার পাঁচ মামলায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, জাসদ সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ ৫ জনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। গ্রেফতার দেখানো অন্য অভিযুক্তরা হলেন- পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক সচিব জাহাঙ্গীর আলম, এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান। সোমবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। এর আগে কারাগার থেকে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাদের গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। এরপর বিচারক তাদের গ্রেফতার দেখান। রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানাধীন আমীর হোসেন হত্যা মামলায় চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। তেজগাও থানাধীন কাওরান বাজার এলাকায় রমিজ উদ্দিন রুপ হত্যা মামলায় আমির হোসেন আমু, জাহাঙ্গীর আলম ও জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। মোহাম্মদপুর থানাধীন মো. আল শাহরিয়ার ৭-এর পাতায় দেখুন

হামলার মামলায় ঢাবি ছাত্রলীগ নেতা ইমন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখা ছাত্রলীগের আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক ইমন খান জীবনকে (২৮) হামলার মামলায় গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রোববার (২৪ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে নারায়ণগঞ্জে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, ১৫ জুলাই বিকেলে ঢাবির ক্যাম্পাসে রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে ঢাবির শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করার জন্য বের হয়। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান নিষিদ্ধ সংঘঠন ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভি ৭-এর পাতায় দেখুন

ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউরের বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চাওয়া রিট খারিজ

স্টাফ রিপোর্টার : ছাগলকাণ্ডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্যপদ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টের পদ হারানো মতিউর রহমানের বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। গতকাল সোমবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে মতিউরের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অ্যাডভোকেট এস এম শামীম হোসাইন। এর আগে, মতিউর রহমান বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। তার পক্ষে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট দায়ের করেন অ্যাডভোকেট এস এম শামীম হোসাইন। রিটে দুদক চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়। গত ২৪ জুন মতিউর রহমানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। একইসঙ্গে তার ৭-এর পাতায় দেখুন

লেবাননে যুদ্ধবিরতির অর্থ হবে ইসরায়েলের আত্মসমর্পণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরাইলের অভ্যন্তরে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইরান-সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র আন্দোলন হিজবুল্লাহ। গোষ্ঠীটি এক বিবৃতিতে বলেছে তারা প্রথমবারের মতো, দক্ষিণ ইসরাইলের আশদোদ নৌ ঘাঁটিতে এক ঝাঁক ড্রোনসহ বিমান হামলা শুরু করেছে। পরে আরেক বিবৃতিতে তারা জানায়, তেল আবিবের এক সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যারেজ এবং ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ৩৫০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। এ অবস্থায় করণীয় কি হয়ত বুঝতেই পারছে না ইসরায়েল সরকার। এর মধ্যেই দুই পক্ষের যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় লেবানন-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির পথে এমন খবরও চাউর হয়। কিন্তু ডেভিড আজোল নামে এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা মনে করেন-লেবাননে যুদ্ধবিরতির অর্থ হবে ইসরায়েলের আত্মসমর্পণ। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, ডেভিড আজোল ইসরায়েলি মেটুলা কাউন্সিলের প্রধান। তিনি দেশটির আর্মি রেডিওকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এ কথাটি বলেছেন। ডেভিড আরও বলেছেন, যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিরাপদ হবে না। গত বেশ কয়েকদিনের পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসরায়েলি সরকারকে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত না নিতে আহ্বান জানিয়েছেন ডেভিড। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে একটি সম্পূর্ণ ডানপন্থী সরকার এভাবে হিজবুল্লাহর ৭-এর পাতায় দেখুন

সাড়ে তিন মাসে নারায়ণগঞ্জে ২৫ খুন ৫৭ অপমৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় হত্য

৪ দিনের সফরে বাংলাদেশে

পরিদর্শন করবেন। তিনি আরও বলেন, আইসিসির অফিস অব দ্য প্রসিকিউটর কর্তৃক প্রস্তাবিত 'উইট?নেম প্রো?টেকশান প্রটোকল' চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাখাইন থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়নে মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে কিনা, সেটির তদন্ত করছে আইসিসি। সেই তদন্তের কাজে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন আইসিসির প্রধান কৌসুলি। সফরকালে তিনি কক্সবাজারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের ওপর মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তের কাজে অভিযুক্তদের সঙ্গে বসবেন, কথা বলবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন। জানা গেছে, কক্সবাজারের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আগামী ২৬ নভেম্বর ঢাকায় ফিরবেন করিম। এরপর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, সবশেষ গত বছরের জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন আইসিসির প্রধান কৌসুলি করিম আসাদ আহমেদ খান।

ভালো নির্বাচন ছাড়া বিকল্প

সেই ব্যক্তিরা, যাদের আল্লাহ এখানে নির্ধারণ করে পাঠিয়েছেন? অন্য এক প্রশ্নের জবাবে এ নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা একটা পলিটিক্যাল প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সেই প্রসেসটা আমি নিশ্চিত, আপনারা হয়তো প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য শুনেছেন-যে এ সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুততম সময়ে নির্বাচন দেওয়া। তবে যে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সেগুলো হতে হবে। সবারই তো উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনে যাওয়া। যথাযথ সময়ে নির্বাচন নিয়ে আমরা কথা বলবো। তিনি বলেন, এটা শুধুমাত্র দায়িত্ব নয়। এটা আমাদের দায়বদ্ধতা। ইনশাআল্লাহ আমরা এ দায়বদ্ধতা পূরণ করবো। আমরা সবাই সন্তুষ্ট। একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে আমাদের নির্বাচন করা হয়েছে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি, গর্ব মনে করছি।

নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে প্রতিহত

বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, সে যে পরিচয়েরই হোক না কেন; তবে দেশের স্বার্থে তাদের প্রতিহত করে জনমানুষের নিরাপত্তা প্রদান করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান কাজ।'

'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'

করছে প্রথম আলো-ডেইলি স্টার। 'তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ হামলা চালালো কার আদেশে জাতি জানতে চায়। সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আরও বলেন, আগস্ট পরবর্তী অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, এমনকি সচিবালয় ও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ঘেরাও করে রেখেছে। কিন্তু সেখানে পুলিশ অ্যাকশনে যায়নি। অথচ প্রথম আলোর বিরুদ্ধে কথা বললে পুলিশ আক্রমণ করে। তাহলে কি সরকারের চেয়েও বড় সরকার হয়ে গেছে প্রথম আলো? তারা এই কমান্ড কার কাছ থেকে পেয়েছে জনগণ জানতে চায়। বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, ঢাবির শিক্ষার্থী জামালুদ্দিন মোহাম্মদ খালিদ, রাকিবুল ইসলাম, শাহেদুল ইসলাম ইমন ও শাহরিয়ার আলম প্রমুখ।

পরীক্ষার হলে হামলার

প্রবেশ করে তাণ্ডব চালানো শুরু করে। নিচে ভাঙচুর শেষ হলে তারা ভবনের উপর তলার দিকেও ছুটে আসে। সেখানে পরিস্থিতি আঁচ করে আগে থেকেই গেট লাগিয়ে দেওয়া হলেও সেটি ভেঙে তারা পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করে। এমন অবস্থায় কক্ষে ডিউটিরত শিক্ষকরা (পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করা শিক্ষকরা) তাদের (হামলাকারীদের) বুঝানোর চেষ্টা করেন। শিক্ষকরা বলেন, বাবা তাদের কিছু করো না, সবাই পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা এই শিক্ষার্থী আরও বলেন, তারপরও পরীক্ষার্থীদের রেহাই মেলেনি। তারা পরীক্ষার হলে থাকা অনেক মেয়েদেরও আঘাত করেন। অনেক হলে দরজা লাগিয়ে দেওয়া হলেও সেটি ভেঙে হামলা করা হয়েছে এবং খাতা লন্ডভন্ড করা হয়েছে। এরপর আমরা নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েকজন মিলে একটি বিভাগে অবস্থান নেই। কিন্তু সেখানেও হামলা চালানো হয়। শিক্ষকরা আমাদের কোনোরকমে বাঁচিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পর সেখান থেকে বাইরে বের করে দেন। একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশ নিতে যাওয়া শিক্ষার্থীদেরও এমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়েছে। এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সোহরাওয়ার্দী ও কবি নজরুল কলেজ ঢাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ সবচেয়ে কম জায়গা এবং অল্প অবকাঠামো নিয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে আসছে। নানা প্রতিবন্ধকতা এবং জরাজীর্ণতায় প্রতিষ্ঠান দুটি আড়ষ্ট। এরমধ্যে এরকম হামলার ঘটনায় দুটি ক্যাম্পাসই বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ১৭টি বিভাগই তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষক মিলনায়তন, একজন শিক্ষকের প্রাইভেটকার, চারটি মোটরসাইকেল, অ্যাম্বুলেন্স, কলেজের নেম প্লেট, মনোগ্রাম, ছাত্রসংসদ কক্ষসহ পাঠাগার ভাঙচুর করা হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীকে ভাঙচুর শেষে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠতেও দেখা গেছে। এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের টেবিলে পা তুলে বসে থাকতেও দেখা গেছে। তবেকেন্দ্রীয় পরীক্ষা চলার কারণে নিয়মিত ক্লাস বন্ধ থাকায় কলেজে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছিলেন না। কিন্তু সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ ভাঙচুরের প্রতিবাদে সোমবার 'মেগা মানডে' ঘোষণা করেছেন এ দুটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

প্রশাসনিক সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায়নি সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাটের ঘটনায় প্রায় ৩০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাকলি মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে হামলা থেকে পরিত্রাণ পেতে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। অধ্যক্ষ বলেন, গতকাল দুপুর সোয়া একটার দিকে সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজের প্রথম বর্ষ সম্মান সমাপনী পরীক্ষা চলছিল। সে সময় অতর্কিত যাত্রাবাড়ী ডেমরা রোডে অবস্থিত ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ (ডিএমআরসি) এবং অন্যান্য কলেজের সহস্রাধিক ছাত্রের একটি দল প্রধান ফটক ভেঙে কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমি বার বার পুলিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে ফোন দিয়ে সন্তোষজনক কোনো সাড়া পাইনি। বিষয়টি মাউশির ডিজি, মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো সহায়তা পাইনি। তিনি বলেন, এসময় ছাত্ররা কলেজ ভাঙচুর করে এবং কেন্দ্রে পরীক্ষারত পরীক্ষার্থীদের আহত করে বের করে দেয়। তারা কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত শিক্ষকদের গাড়ি, মোটরসাইকেল, কলেজের মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে এবং কলেজের ১৭টি বিভাগের প্রতিটিতে হামলা চালায়। সব বিভাগ ও শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র, ফ্যান, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার এবং অফিস ও প্রতিটি বিভাগের আলমারি ভেঙে নগদ অর্থ লুট করে। প্রতিটি বিভাগের বুক সেলফ, অফিসে রক্ষিত শিক্ষার্থীদের মার্কশিট, সনদপত্র, ভর্তি ও ফরম পূরণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং বিভাগের বিভিন্ন বই-পুস্তক ও অন্যান্য মালামাল তছনছ করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। সে সময় ডা. মাহাবুর রহমান মোল্লা কলেজের (ডিএমআরসি) অধ্যক্ষকে বারবার বিষয়টি অবগত করার জন্য ফোন দিলেও তিনি ফোন ধরেননি। শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার আহ্বান ২ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দুটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা।

কবি নজরুল সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। তারা পাল্টা আক্রমণে যায়নি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে, কেউ কোনো গ্রুপে উসকানিমূলক কিছু লিখবে না এবং শান্ত থাকবে। সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাকলি মুখোপাধ্যায় বলেন, সোহরাওয়ার্দী কলেজের শান্তিপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অঙ্গীকারবদ্ধ, তারা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাবে না। যদি কোনো সন্ত্রাসী এই সুযোগের অপব্যবহার করে তবে এর জন্য সোহরাওয়ার্দী কলেজ প্রশাসন, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী থাকবে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলার ঘটনার নজিরবিহীন, শিক্ষকদের ক্ষোভ কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাত কলেজের শিক্ষকরা। তারা বলছেন, একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। আর ঢাকার বিভিন্ন নামিদামি প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম পড়া উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা করেছেন। যা নজিরবিহীন। নাম পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষক বলেন, পরীক্ষার হলে সরাসরি হামলার মতো ঘটনা খুবই অস্বাভাবিক এবং শিক্ষার পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। কলেজ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন সম্মিলিতভাবে যদি শিক্ষার্থীদের এই নিরাপত্তাটুকু নিশ্চিত করতে না পারে তাহলেই শিক্ষার্থীরা কার ভরসায় পরীক্ষার হলে আসবেন। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সরাসরি হামলার নজির খুবই বিরল। এই শিক্ষক আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় হামলার মতো ঘটনা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঢাবি উপাচার্যের কার্যালয়ে বৈঠক পরীক্ষার হলে হামলা, খাতা লুট এবং অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা চালিয়ে নেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাকলি মুখোপাধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সোমবার (২৫ নভেম্বর) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে সাত কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে মিটিং হবে। সেখানে সিদ্ধান্ত হবে স্নাতক ১ম বর্ষের পরীক্ষা কীভাবে চলবে। একইসঙ্গে গতকালের পরীক্ষা বাতিল হবে কি না সে বিষয়েও সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহিংসতার সূত্রপাত জানা গেছে, ভুল চিকিৎসায় রাজধানীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিতের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সোহরাওয়ার্দী ও কবি নজরুল কলেজ শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়েছেন এমন অভিযোগে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। হামলাকারী শিক্ষার্থীরা বলছেন, অভিজিতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ২০ ও ২১ নভেম্বর হাসপাতাল অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ এ দুই দিন ন্যাশনাল মেডিকেলের পক্ষ নিয়ে কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালান। এ হামলাকে কেন্দ্র করে ফেসবুকে 'ইউনাইটেড কলেজ অব বাংলাদেশ' নামে একটি গ্রুপে মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজসহ অন্য কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন এবং অভিজিতের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে একত্রিত হন। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা বলেন, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় আমাদের কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ মারা গেছেন। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতে গেলে নজরুল কলেজ ও সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা হামলা চালান। এর প্রতিবাদে ৩৫টির বেশি কলেজের শিক্ষার্থীরা একজোট হয়ে কর্মসূচি পালন করেন।

মোল্লা কলেজে আটকে পড়াদের

আটকা পড়েছেন। তাদেরকে উদ্ধারে ঘটনাস্থলে গেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তবে, সেনা সদস্যরা অন্য শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে কলেজ ভবনে ঢুকতে পারেননি। সোমবার (২৫ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা ওই কলেজে হামলা শুরু করেন। এ সময় কলেজের বই-খাতা, চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন জিনিস লুটপাট করা হয়। হামলায় আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে নিতে দেখা গেছে। ভুল চিকিৎসায় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হালদারের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে রোববার (২৪ নভেম্বর) ঢাকার ৩৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা একজোট হয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে হামলা ও ভাঙচুর চালান। দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় থাকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এতে সাংবাদিকসহ ২০ জনের বেশি আহত হন। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হালদার গত ১৬ নভেম্বর সকালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন। ১৮ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান তিনি। অভিজিৎ হালদারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ২০ ও ২১ নভেম্বর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ, এ দুই দিন ন্যাশনাল মেডিক্যালের পক্ষ নিয়ে কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালান। এ হামলাকে কেন্দ্র করে ফেসবুকে 'ইউনাইটেড কলেজ অব বাংলাদেশ' নামে একটি গ্রুপে মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজসহ অন্য কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন এবং অভিজিতের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে রোববার একত্রিত হন।

তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের

। পূর্বঘোষিত সেই 'সুপার সানডে' কর্মসূচির মধ্যে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ও পাশের সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় মোল্লা কলেজসহ কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। ওই সময় সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্রে অনার্স প্রথম বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ওই হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে সোমবার মোল্লা কলেজে হামলা চালালেন'সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা।

কলেজে হামলা-সহিংসতায় কারও

থাকলে কঠোর হাতে দমন করা হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব সংঘাত-সংঘর্ষ হয়েছে, সরকার তার প্রতি নজর রাখছে। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো ধরনের সংঘর্ষে না জড়িয়ে শান্ত থাকার আহ্বান জানাই। এ ধরনের সংঘাতের পেছনে কোনো ইন্ধন আছে কি না তা আমরা খতিয়ে দেখছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের অন্য যেকোনো অঙ্গনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা কঠোর হাতে দমন করা হবে। উল্লেখ্য, আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যাত্রাবাড়ী এলাকায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ এবং ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এদিকে, রোববার রাতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইল (বুটেক্স) ও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আর রোববার দিনের বেলা হামলা হয় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী ও কবি নজরুল কলেজে।

এই মুহূর্তে কোনো ধরনের শ্রমিক

হবে। তিনি বলেন, বার্ডস নামের যে কোম্পানি তারা তিন দিন আশুলিয়ায় রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। এটা এড্রেস করা হয়েছে। ডার্ট নামের একটি কোম্পানি তারা ৩ বছর ধরে বেতন পাচ্ছিল না, সেটা আমরা এড্রেস করেছি। টিএনজেড গার্মেন্টস রিসেন্টলি ময়মনসিংহের রাস্তা বন্ধ করেছে, ওটা আমরা এড্রেস করেছি। অলরেডি এখানে কোনো অসন্তোষ নেই। তিনি আরো বলেন, জেনারেশন নেক্সট যেটা চন্দ্রাতে আছ, সেটা আমরা এড্রেস করেছি। মালিক পক্ষ এখন তাদের বেতন দিচ্ছে। বেক্সিমকো আমরা এড্রেস করেছি। এখন দুই একটা জায়গা আছে, যেমন- নারায়ণগঞ্জের ক্রোনি গার্মেন্টস, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। শ্রম সচিব বলেন, এই টিম এসেছে বাংলাদেশে শ্রমিকদের কী পরিস্থিতি সেটা জানতে। আইএলও এর কিছু রোডম্যাপ রয়েছে। এর বাইরে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ইউএসএ এর ১১ পয়েন্টের একটি ইস্যু রয়েছে। ১১টি পয়েন্ট তারা আমাদেরকে দিয়েছিল। এসব বিষয়ে আমরা খুব খোলামেলা কথা বলেছি। ইউএসএ থেকে যে টিম এসেছে সেখানে ইউএস এম্বাসিসহ বেশকিছু বায়াররা এসেছে। ১১ দফার বাইরেও বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ড. ইউনূস ইউএন এসেম্বেলিতে গিয়েছিলেন। সেখানে এইএলও এর মহাপরিচালকের সাথে তার একটি মিটিং হয়েছিলো। এছাড়াও আমেরিকার অনেক ব্রান্ড বায়ার সেখানে তার সাথে মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিংয়ে বাংলাদেশের শ্রম আইন, লেবার রাইটসহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা একটু প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসছিলেন। গত রোববার বিকালেও লেবার ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টা যমুনাতে আমাদের সঙ্গে লম্বা সময় বৈঠক করেছেন। সেখানেও এই সমস্ত বিষয় উঠে এসেছে।

যাত্রাবাড়ী-ডেমরায় ৬ প্লাটুন বিজিবি

মোল্লা কলেজে ভাঙচুর শুরু হয়। দুপুর ১২টার দিকে সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও নজরুল কলেজের শত শত শিক্ষার্থী মোল্লা কলেজে গিয়ে হামলা চালান। সেখানে মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনতার সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ চলে। সরেজমিনে দেখা যায়, দুপুর থেকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মোল্লা কলেজে নির্বিঘ্নে ভাঙচুর করছে। তাদের বাধা দেওয়া বা রাস্তায় আটকাতে পুলিশের তেমন কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মাইকিং করে মোল্লা কলেজে ভাঙচুর করে। এর আগে 'ভুল চিকিৎসায়' অভিজিৎ হাওলাদার নামের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগের জেরে গতকাল রোববার পুরান ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালান মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা কবি নজরুল কলেজেও ভাঙচুর করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রোববারের হামলার জেরে আজ মোল্লা কলেজে হামলা চালায় শিক্ষার্থীরা। ঘটনাস্থলে দেখা যায়, শুরুতে হামলাকারী শিক্ষার্থীরা কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়েনি। দুপুর ১টার কিছু আগে তাদের ধাওয়া দেয় মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। সংঘর্ষে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আশপাশের সড়কে দেখা দেয় তীব্র যানজট।

আজ ৭ কলেজের পরীক্ষা স্থগিত

নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা। সংঘর্ষের মধ্যে মাঝপথে ইতিহাস পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল দুই কলেজই রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের মধ্যে।

কোনো শিক্ষার্থী নিহত হয়নি

কলেজের কিছু শিক্ষার্থী ভুল চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ করে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। ২০ নভেম্বর পুনরায় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ৫০০/৬০০ শিক্ষার্থী ওই হাসপাতালে এসে ভাঙচুর চালায়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ সময় প্রতিবাদকারীদের চাপে হাসপাতালের পরিচালক ৪ জন ডাক্তার ও ২ জন শিক্ষার্থীসহ অভিজিতের চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু ওই সময় হাসপাতাল চত্বরে অবস্থানরত ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। সন্ধ্যার পর স্থানীয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে আসে। এ সময় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা সমঝোতা না মানায় উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের দুই ছাত্র আহত হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনি আরও জানান, গতকাল ২৪ নভেম্বর আনুমানিক দুপুর ২টার দিকে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পুনরায় ভাঙচুর চালায়। এক পর্যায়ে তারা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়।

হাইকোর্টের আদেশে স্থিতাবস্থা

হয়। বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী ও ব্যারিস্টার তাহসিনা তাসনিম মৃদু।

সরকারি সেবা স্বচ্ছ ও জনমুখী করুন:

শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকার গণপরিবহনকে ঢেলে সাজানোর কথা উল্লেখ করে উপদেষ্টা আরও বলেন, এবার আমরা পুরনো ও মেয়াদোত্তীর্ণ বাস রিপ্লেসমেন্ট বা পরিবর্তন করতে বাস মালিকদের ৬ মাসের সময় দিয়েছি। তাদের বলে দিয়েছি দরকার হলে সহজ শর্তে আপনাদেরকে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিগত ৫৩ বছরে শহরগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমরা ঠিক করতে পারিনি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের প্রায়োরিটি হবে না কেনড় উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, যদি ক্যান্টনমেন্টের ওভতরে হর্ন ছাড়া গাড়ি চালাতে পারি, ক্যান্টনমেন্টের ভেতর যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে থাকতে পারি. তাহলে বাকি শহর কেন আমরা সাজাতে পারলাম না। শহরগুলোকে দৃষ্টিনন্দনভাবে সাজাতে উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট সবাইকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতা করেন বুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর ড. এবিএম বদরুজ্জামান। এতে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল হাসিব, রাজউকের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সিদ্দিকুর রহমান, বুয়েটের ইউআরপি ডিপার্টমেন্টের প্রধান এবং ইউআরপি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বুয়েট- এর সভাপতি প্রফেসর ড. আসিফ-উজ- জামান খানসহ বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে বুয়েটের তিনজন শিক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক সেমিনার পেপার উপস্থাপন করেন।

মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ট্রেনিং

স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য কোন জিনিস বেশি জরুরি, আমার মনে হয়, আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীকে বোঝা। তার কষ্টকে নিজের মতো করে অনুভব করা। কেয়ার গিভার হোক কিংবা যে ডিমেনশিয়া রোগীকে সেবা করবেন, তার যেন সেই বোধ তৈরি হয়, রোগীর হৃদয় যদি আমি ছুঁতে পারি, সেই ট্রেনিং আমাদের দরকার। আমরা বিভিন্ন রকম ট্রেনিং নেই, অনেক রকম ট্রেনিং আছে, কিন্তু মানবিক ট্রেনিং কতটুকু, মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার ট্রেনিং আমি কতটুকু দিচ্ছি- পাচ্ছি। এ বোধ ট্রেনিংয়ে আরও বেশি করে থাকা দরকার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, আলঝেইমার সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি জেনারেল মো. আজিজুল হক। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, ডিমেনশিয়া মোকাবিলায় আমাদের জাতীয় ডিমেনশিয়া নীতিমালা প্রণয়ন করা, যা ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসা এবং সামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। ডিমেনশিয়া বিষয়ে স্কুল, কলেজ এবং স্থানীয় কমিউনিটিতে ডিমেনশিয়ার সচেতনতা কার্যক্রম চালানো, যাতে মানুষ বুঝতে পারেন এটি একটি মস্তিষ্কের রোগ, মানসিক রোগ নয়। তিনি আরও বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ ডাক্তার তৈরি করা যাতে ডিমেনশিয়া দ্রুত শনাক্ত করা যায়। বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ডে কেয়ার সেন্টার স্থা

অবৈধ দখলদার বুলবুল-হিটলার

সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদে শামীম রেজা হিটালার গং আ'লীগের সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী ও দখলবাজ হিসেবে তথ্যসহ প্রমাণিত হওয়ায় গত ২০ অক্টোবর রাজশাহী মহানগর বিএনপি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিশ্চিত করে; দখলবাজ কমিটির শামীম রেজা হিটলার গংদের সাথে মহানগর বিএনপির কোন সম্পর্ক নেই। গত ১৭ বছরে ভোটের আন্দোলনে বিএনপির সাথে তারা ছিল না। সমিতির সদস্যদের কাছে সামগ্রিক বিষয় প্রতিয়মান হলে তারা হিটলার গংদের নানা স্বেচ্ছাচারিতা, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ও সাধারণ সদস্যদের প্রতি সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এবং দখলবাজ বুলবুল-হিটলার কমিটির কাছে সমিতির সদস্যদের জমাকৃত অর্থের বা আয়-ব্যয় এর হিসাব চাইলে তারা আয়-ব্যয় এর হিসাব দিতে গড়িমসি করলে ক্ষুব্ধ সদস্যরা গত ২৮ অক্টোবর সমিতির সভায় ১১৩ জন সদস্যের প্রত্যক্ষ সম্মতির ভিত্তিতে দখলবাজ বুলবুল-হিটলার কমিটিকে বিলুপ্ত করেন। পরে মোঃ হাফিজুল্লাহ পারভেজ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও মোঃ সুমন রেজাকে সদস্য সচিব করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। বর্তমানে দলিল লেখক সমিতিতে যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাহত না হয় সেই কারণে সেনাবাহিনীর নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেয়ার লক্ষ্যে এবং সদস্যদের সম্মতি-সমর্থনের ভিত্তিতে এই আহ্বায়ক কমিটি সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

অপরদিকে বুলবুল-হিটলার গং দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সদস্যদের জমাকৃত কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব বুঝিয়ে না দিয়ে তারা বিভিন্ন রকমের তালবাহানা শুরু করেছেন। বিএনপির ২/৩ জন নেতার নাম ভাঙিয়ে সাধারণ সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রকার হুমকি ধামকি প্রদান করছেন এবং সমিতির সাধারণ সদস্যদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের নোংরা প্রোপাগন্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের এসকল কর্মকাণ্ডের জন্য সমিতির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। এর আগে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে লিটনের পক্ষে নৌকা প্রতীকের মিছিলে হিটলারকে দেখা যায়। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রতিবাদে হিটলার জানিয়ে ছিলেন দলিল লেখক সমিতির নেতারা জোর করে তাকে মিছিলে নিয়ে গেছিল। কিন্তু আরও একটি ভিডিওতে দেখা যায় ৪ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর রুহুল আমিন টুনুর সাথে লিটনের নৌকা প্রতীকের প্রচারণা করছেন হিটলার গং। সমিতির একজন সদস্য হিটলারকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ২০২৩ সালের ২১শে জুন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে বিএনপি'র কোন প্রোগ্রামে তার উপস্থিতির ছবি বা ভিডিও থাকলে দেখানোর জন্য কিন্তু হিটলার গং তা দেখাতে পারেন নাই। বরং সেই সময়ের আগে পর্যন্ত সাবেক মেয়র লিটনের সাথে তার একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে। জানতে চাইলে বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি আহ্বায়ক হাফিজুল্লাহ পারভেজ জুয়েল বলেন, গত ২৮শে অক্টোবর সমিতির ১১৩ জন সদস্যের প্রত্যক্ষ সম্মতি ও সমর্থনে রেজুলেশনের মাধ্যমে অবৈধ দখলবাজ বুলবুল-হিটলারের নেতৃত্বে গঠিত আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করে আমার ও সুমন রেজার নেতৃত্বে বর্তমান আহবায়ক কমিটিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি সমিতির সকল নিয়ম-কানুন ও হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সকল সদস্যের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে দৃঢ়? প্রতিজ্ঞ। বিগত আহবায়ক কমিটির নিকট হইতে তাদের দায়িত্ব পালনের সময়ের অর্থাৎ ১৫/০৮/২০২৪ ইং হইতে ২৮/১০/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সমিতির আয় ও ব্যয়ের হিসাবগুলো বুঝে নেয়ার জন্য গত ০৬/১১/২০২৪ ইং তারিখে সময় নির্ধারণ করে সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু সেদিন তারা সমিতির আয় ও ব্যয়ের লেজার ও রেজিস্ট্রার ব্যতীত মৌখিকভাবে আয় ও ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করলে উপস্থিত সদস্যগন লেজার ও রেজিস্ট্রার বিহীন আয় ব্যায়ের হিসাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে তারা গত ১৭/১১/২০২৪ ইং তারিখে তাদের কাছে সংরক্ষিত লেজার ও রেজিস্ট্রার আমাদের নিকট হস্তান্তর করলে তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে গত ২১/১১/২০২৪ ইং সভার তারিখ নির্ধারন করা হয়। ওই সভায় সাবেক আহবায়ক কমিটির শামীম রেজা হিটলার উপস্থিত না হওয়ার কারণে আব্দুর রকিব বুলবুল সদস্যদের উদ্দেশ্যে হিসাব উপস্থাপন করেন। কিন্তু সদস্যগণ হিসাব যাচাই করে কয়েক লক্ষ টাকার ঘাটতি দেখতে পান ও কয়েক লক্ষ টাকা হিসাবে লিপিবদ্ধই হয় নাই মর্মে প্রতিয়মান হলে উপস্থিত সদস্যগণ ঘাটতিসহ সকল টাকা তার কাছে থেকে পুঁজিয়ে চাইলে তিনি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন এই কয়েক লক্ষ টাকা শামিম রেজা হিটলারের কাছে আছে এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। এহেন পরিস্থিতিতে আব্দুর রকিব বুলবুল সদস্যদের জমাকৃত অর্থ পুঁজিয়ে দেয়ার জন্য কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করলে সাধারণ সদস্যগন সর্বসম্মতিক্রমে সময় মঞ্জুর করেন। এতকিছুর পরেও শামিম রেজা হিটলার গং ২/৩ জন নেতাকে ম্যানেজ করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে ও সমিতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যেকোন প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্যে প্রয়োজনে রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতির সদস্যরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।

এবার ভারতের আদালতে আদানির

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের লাভজনক চুক্তি পেয়েছিল আদানি। এই চুক্তিগুলো থেকে ২০ বছরে ২০০ কোটি ডলারের বেশি মুনাফা অর্জনের আশা করা হয়। ওই মামলায় আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ও তার ভাগ্নে সাগর আদানিকে সমন পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)। নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট গত ২১ নভেম্বর দুই অভিযুক্তকে সমনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সমনে গৌতম ও সাগর আদানিকে ২১ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল কোর্ট। এ ছাড়া মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদানিদের ওপর অনির্দিষ্ট আর্থিক জরিমানা এবং বিধিনিষেধ চেয়েছে। মার্কিন আদালতে এ মামলার পর এবার ঘুষ ও প্রতারণার অভিযোগে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন অ্যাডভোকেট বিশাল তিওয়ারি। এর আগে তিনি আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্কের সময়ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন। বিশাল তিওয়ারি তার মামলায় আদানি গোষ্ঠীকে 'অর্থ জালিয়াতি' ও 'স্টক ম্যানিপুলেশন'-এর জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আদানি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে ২০ হাজার কোটি রুপি শেয়ার বিক্রি বাতিল করেছে।

হামলার মামলায় ঢাবি ছাত্রলীগ নেতা

ন্ন অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা। আক্রমণকারীরা ককটেল বিস্ফোরণসহ দেশি-বিদেশি অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালান। এ সময় প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনায় ঢাবির শিক্ষার্থী মাহিন বাদী হয়ে ২১ অক্টোবর শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি আরও জানান, তদন্তাধীন এ মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় ওই মামলার আসামি ইমনকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইমনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সাড়ে তিন মাসে নারায়ণগঞ্জে ২৫ খুন

ফতুল্লার ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিন মামুনের ৭ টুকরো লাশ উদ্ধারের ঘটনা। গত ১৩ নভেম্বর রূপগঞ্জের কাঞ্চন-কুড়িল সড়কের পাশের পূর্বাচলের ৫ নম্বর সেক্টরের এক লেক থেকে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় জসিম উদ্দিন মাসুমের ৭ টুকরো লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত জসিম উদ্দিন মাসুম নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার সস্তাপুর এলাকার মৃত হাজী আলেক চান বেপারীর ছেলে ও ফতুল্লার চাঁদ ডায়িং ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। এই ঘটনায় রুমা আক্তার ও রুকসানা ওরফে রুকু নামে দুই নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। এর আগে গত ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩১ দিনে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থান থেকে ৩১ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ডে ৬ জন, ২২ জনের অপমৃত্যু এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়। তার আগে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থান থেকে ২৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ডে ৭ জন, ১৬ জনের অপমৃত্যু এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়। এছাড়া গত ১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ডে ৩ জন, ৯ জনের অপমৃত্যু এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এভাবে প্রতিমাসেই মরদেহের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নারায়ণগঞ্জের সার্বিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে অরাজনৈতিক সংগঠন 'আমরা নারায়ণগঞ্জবাসী'র সভাপতি নুরু উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, গত ৫ আগস্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সবকিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যার কারণে প্রশাসন এখনও স্থায়ী হতে পারছে না। আর এই সুযোগে অপরাধচক্র নানা অপকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। তিনি আরও বলেন, মানুষ এখন সকালে হাঁটতে বের হয় না প্রাণভয়ে। প্রতিনিয়ত ছিনতাই হচ্ছে। পাশাপাশি এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যা থানা পর্যন্ত পৌঁছায় না। এই পরিস্থিতি থেকে উত্থানের জন্য প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে। তাদেরকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। অন্যথায় দিন দিন হত্যাকাণ্ডসহ নানা অপরাধ প্রবণতা বাড়তেই থাকবে। নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার বলেন, নারায়ণগঞ্জ হচ্ছে শিল্প এলাকা। এখানে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন রকমের মানুষ বসবাস করে থাকে। যার কারণে নানা রকমের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে আমরা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক অবস্থানে রয়েছি। যেখানেই কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে থাকি। কোনোভাবেই অপরাধীদের ছাড় দিচ্ছি না। তিনি আরও বলেন, এছাড়া আরও কিছু মৃত্যু আছে যেখানে আমাদের কিছু করার থাকে না। যেমন অপমৃত্যুতে সাধারণত আমরা কিছু করতে পারি না। নানা কারণেই এই অপমৃত্যু হয়ে থাকে। এজন্য আমাদের সকলকে সামাজিকভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধেও আমাদের সবাইকে সতর্ক হওয়াটা জরুরি। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাহমুদুল হক বলেন, সকল পর্যায়ে আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরইমধ্যে আমাদের একটি যৌথ কমিটি করা হয়েছে। যেখানে আইন-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রয়েছেন। সেইসঙ্গে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে বেশি অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করেছি। এসকল এলাকায় ছিনতাই, চুরি ও কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যসহ সব ধরনের অপরাধ নিয়ে আমাদের কর্মকর্তারা কাজ করবেন। আশা করছি অতি দ্রুতই এর ফল পাবো।

লেবাননে যুদ্ধবিরতির অর্থ হবে

কাছে আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলছে, হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি চুক্তির কাছাকাছি আসছে। কিন্তু এ আদৌ সম্ভব কিনা সেটাও প্রশ্ন। সম্ভাব্য চুক্তির অধীনে লেবাননের বেসামরিক বাসিন্দারা দক্ষিণ লেবাননে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে ফিরে যেতে পারবে। ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননের কোনো ভূখণ্ড দখল করে রাখার পরিকল্পনা করছে না। কিন্তু দেশটি বলেছে, তারা দক্ষিণ লেবাননে যেকোনো হিজবুল্লাহর উপস্থিতির বিরুদ্ধে কাজ করবে, সেটা হয় সরাসরি, কিংবা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে লেবাননের সেনাবাহিনীকে জানিয়ে।

চার মাসে এডিপি বাস্তবায়ন

হচ্ছে। এর প্রভাবে এডিপি বাস্তবায়নে ধীর গতি দেখা দিয়েছে। তবে, আশা করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ প্রবাহ বাড়বে। আইএমইডির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জুলাই মাস জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রভাবও এডিপি বাস্তবায়নে পড়েছে। একই পরিস্থিতি ছিল আগস্ট মাসে। আগস্ট মাসে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু, আগস্ট মাস জুড়ে প্রশাসনে অস্থিরতা দেখা যায়। এতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও স্থবির হয়ে পড়ে। আবার দেশি-বিদেশি অনেক ঠিকাদার প্রকল্প এলাকায় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। এছাড়া, সরকার নতুন করে অর্থ ছাড়ও কম করছে। সরকার শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থ ছাড় করছে। অন্যদিক, সরকার পাইপলাইনে থাকা প্রস্তাবিত প্রকল্পের পাশাপাশি চলমান প্রকল্পও নতুন করে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে চলমান অনেক প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব আটকে গেছে। এসব কারণে এডিপি বাস্তবায়নও স্থবির হয়ে গেছে। আইএমইডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে সেতু বিভাগ ব্যয় করেছে বরাদ্দের মাত্র ১.১৪ শতাংশ অর্থ। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ব্যয় করেছে বরাদ্দের ২.৪২ শতাংশ। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ব্যয় করছে ২.০১ শতাংশ। পানিস্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ২.৯৩ শতাংশ। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৪.৯৩ শতাংশ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৫.৭৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৬.৭৯ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। বেশি বরাদ্দ পাওয়া মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ব্যয় করেছে ১৩.৯০ শতাংশ, বিদ্যুৎ বিভাগ ১০.৪৪ শতাংশ, রেলপথ মন্ত্রণালয় ১২.৯০ শতাংশ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯.৬৫ শতাংশ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ১০.৯১ শতাংশ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ১১.৫৮ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে।

সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা বজায়

হাজার-হাজার ছাত্রকে হত্যা করেছে। কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। এই আন্দোলনে শুধু বিএনপির অঙ্গসংগঠনের ৪ শতাধিক নেতাকর্মী শহীদ হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল কলেজ বন্ধ

কলেজও অনিবার্য কারণবশত মঙ্গলবারের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে ওয়েবসাইটে নোটিশ দিয়েছে। সোমবার কলেজের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত আগামীকাল (২৬ নভেম্বর) কবি নজরুল সরকারি কলেজের শ্রেণি পাঠদান বন্ধ থাকবে। মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হালদারের 'ভুল চিকিৎসায়' মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল রোববার পুরান ঢাকার ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালায় শিক্ষার্থীরা। এসময় বিক্ষুব্ধরা সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজেও হামলা-ভাঙচুর চালায়। এতে ঢাকার ৩৫টিরও বেশি কলেজের শিক্ষার্থী অংশ নেন। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে গত ১৬ নভেম্বর ন্যাশনার মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন নগেন হালদার ও মনিমালা হালদার দম্পতির সন্তান অভিজিৎ হালদার। দুদিন পর হাসপাতালে মারা যান তিনি। এরপর চিকিৎসায় অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ২০ ও ২১ নভেম্বর হাসপাতাল অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এদিকে, গতকালের হামলার জেরে আজ সোমবার 'মেগা মানডে' ঘোষণা করে সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা। ঘোষণা অনুযায়ী যাত্রাবাড়ী এলাকায় মোল্লা কলেজে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। সোমবার দুপুর থেকে মোল্লা কলেজে ভাঙচুর শুরু হয়। এক পর্যায়ে মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনতার সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী ও নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ চলে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিকেলে যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা এলাকায় ছয় প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউরের বিদেশ

প্রথম স্ত্রী নরসিংদীর রায়পুর উপজেলা চেয়ারম্যান লায়লা কানিজ লাকি ও ছেলে আহম্মেদ তৌফিকুর রহমান অর্ণবের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আস সামছ জগলুল হোসেন এ নিষেধাজ্ঞা দেন। দুদক আবেদনে উল্লেখ করে, মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পাওয়া গেছে, যা দুদক অনুসন্ধান করছে। ইতোমধ্যে মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী, সন্তান ও স্বজনদের নামে দেশবিদেশে বিপুল সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তাদের নামে রাজধানীতে ১৫টি ফ্ল্যাট ও চারটি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া ময়মনসিংহের ভালুকা, নরসিংদীর বিভিন্ন জায়গায় এবং চাঁদপুরে শত শত বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশেও বিপুল পরিমাণ টাকা পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, এ অপরাধে মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। গোপন সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্টরা অর্থ পাচার ও দেশত্যাগের পরিকল্পনা করছেন। এ জন্য তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, মুশফিকুর রহমান ইফাতের ১২ লাখ টাকা দিয়ে একটি ছাগল কিনতে ১ লাখ টাকা বুকিং দেওয়া, ৭০ লাখ টাকার গরু কেনা ও বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহারের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনায় আসেন মতিউর রহমান। তবে ইফাত তার ছেলে সে বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন। পরে স্বজনদের বরাতে জানা গেছে, ইফাত মতিউর রহমানের দ্বিতীয় স্ত্রী শাম্মী আক্তার শিভলীর দ্বিতীয় সন্তান। ছাগলকাণ্ডের পর মতিউর রহমানকে প্রথমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবসরে পাঠানো হয়েছে।

নাগরিক অধিকার ও নিজ বাড়িতে

চেয়েছিলাম। মানুষ হিসেবে আর্তনাদ করেছিলাম। আমি চাই এই শেষ বয়সে যেন সুচিকিৎসায়, সুস্থভাবে থাকতে পারি। কারও কাছে হাত পাতিনি, কারো কাছে আশ্রয় চাইনি। শুধু একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমার নাগরিক অধিকার চেয়েছিলাম। তখন আমার কিডনি ৬৫ ভাগ কাজ করছিল এখন দুটো কিডনি অকেজো।'

তিনি বলেন, 'আমার এখন একদিন পরপর ডায়ালাইসিস করা লাগে। দিনাজপুরের বাবার ভিটেমাটি বিক্রি করে চিকিৎসা চালিয়েছি। সব সত্য বলছি। অথচ তুরিন আফরোজ মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'পাঁচ বছর আগে সংবাদ সম্মেলন করার ফলে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছি। তুরিন নিজে আমার নামে বিভিন্ন মাধ্যমে কুৎসা রটিয়েছে। তুরিন বলেছে আমাকে সংবাদ সম্মেলন করে বলতে হবে, গতবার আমি যে সংবাদ সম্মেলন করেছি তখন আমার মাথা খারাপ ছিল, উল্টাপাল্টা বলেছি। অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার জন্য বলেছি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর আমি তো মানসিকভাবে সুস্থ। এগুলো বললেই নাকি আমি আমার অধিকার ফিরে পাবো।' তুরিনের মা অভিযোগ করে বলেন, আমার থাকার জায়গা বাড়ি-ঘর সে দখল করে রেখেছে। পারিবারিক জীবনে নানা জটিলতার জন্য সে আমার কাছে থাকতে চেয়েছিল। তার বাবা মারা যাওয়ার পর সে আবার আমাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাসা থেকে বের করে দিয়েছিল। এক বছর আমাকে বাসায় ঢুকতে দেয়নি।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালে স্বাধীনতার পরেও বীরদর্পে সে বাসা দখল করে আছে। আমি আজকে এখানে, কালকে ওখানে থাকি। আত্মীয়র বাসায় থাকলেও সেখানে লোক পাঠায়, ভয়-ভীতি দেখায়।

পাঁচ মামলায় আমু-ইনুসহ গ্রেফতার ৫

হোসেন হত্যা মামলায় হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। মিরপুরে শিশু মিজানুর রহমান হত্যা মামলা ও আজাদ হোসেন হত্যা চেষ্টা মামলায় সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। এর আগে ৬ নভেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে আমির হোসেন আমুকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত ২৫ আগস্ট বিকালে উত্তরার একটি বাসা থেকে হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশের একটি টিম। গত ৩ সেপ্টেম্বর পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১ অক্টোবর রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১৬ আগস্ট রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার করে পলিশ।

বিএনপি ক্ষমতার জন্য না, জনগণের

তারেক রহমান তার বিরুদ্ধেও অসংখ্য মিথ্যা মামলা। ১৭ বছরে কত নেতা গুম খুন হত্যা হয়েছে। কতকিছু আমাদের ওপর দিয়ে গেছে। তারপরও এসব মিথ্যা মামলা নিয়ে বিএনপি বারবার জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আজকে মনে রাখতে হবে সংস্কার মানে যেমন সংস্কার দেশের আছে, রাষ্ট্রের আছে; রাজনৈতিক দলেরও সংস্কার করতে হবে। অনেকে বক্তৃতা করার সময় পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে, আমি বলতে চাই এই ছবি কোন কাজে আসবে না। যদি আমরা কোন কাজ না করতে পারি, আমরা যদি জনগণের কল্যাণ করতে না পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেশনেত্রী খালেদা জিয়া অনেক কষ্ট করেছেন, তবুও তিনি মাথানত করেন নাই। তিনি বলেছেন দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও। এরজন্যই তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলন ছিল মেইন তারপর সেটা এক দফা আন্দোলনে পরিণত হয়। সেই আন্দোলনে অনেক মা তার সন্তান হারিয়েছে। অনেক ছেলে তার বাবা হারিয়েছে। আজকে অনেকে আহত, এদের ভবিষ্যৎ এখনো আমরা জানি না। চেষ্টা করা হচ্ছে তাদেরকে সুস্থ করে যেন একটা ভবিষ্যৎ দেয়া যায়। এতো কষ্টের পর আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু সেই স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ আমরা উপভোগ করতে পারিনি। কারণ স্বৈর সরকারের কিছু চক্রান্তকারী বারবার তা ধ্বংস করে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকর্মীরা ভারত ও অন্যান্য দেশে অবস্থান করে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে। সেলিমা রহমান বলেন, যে লক্ষ্যে বৈষম্য বিরোধীরা আন্দোলন করেছে, বিএনপি গত ১৭ বছর ধরে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করছে তা এখনো পূরণ হয়নি। হ্যাঁ আমাদের একটা সরকার আছে। তারা কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্বৈরশাসক যিনি পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন, সেখান থেকে তিনি একেকদিন একেকটা ফোনকল ছাড়ছেন। যত আওয়ামী লীগ নেতারা পালিয়ে আছে তারা দেশের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে যাতে এই দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়।

কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মোছা. ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে ও মহিদুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. সারোয়ার হোসেন রুবেলের সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, সেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু প্রমুখ।

সচিব পদমর্যাদা পেলেন শিল্পকলা

পালন করেছেন। প্রসঙ্গত, নাট্যনির্দেশক ও গবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদের জন্ম ১৯৫৫ সালে। ১৯৭৮ সালে নতুন দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে গ্র্যাজুয়েশন এবং ১৯৮৯ সালে ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারইক থেকে নাট্যকলা বিষয়ে এমএ ও ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ

সম্পাদকীয়

সঞ্চয়পত্র বিক্রি ইতিবাচক

বর্তমানে মানুষ ব্যাংকে টাকা জামানতের চেয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় বেশি নিরাপদ মনে করছে। কারণ, সম্প্রতি কিছু ব্যাংক গ্রাহকের আমানতের টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। এতে কমেছে ব্যাংকের ওপর আস্থা। এ জন্য সঞ্চয়কারীরা ব্যাংকে টাকা না রেখে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সঞ্চয়পত্র কিনছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ সালের তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে সঞ্চয়পত্র বিক্রি ইতিবাচক ধারায় ছিল। ঐ মাসে আগের সুদ-আসল পরিশোধ করেও ৪ হাজার ১০৯ কোটি টাকা লাভ হয়। এ ছাড়া চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আগের আসল-সুদ পরিশোধ করেও ৮ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা ইতিবাচক দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে সঞ্চয়পত্র বিক্রির ধারা ছিল নেতিবাচক। ওই সময়ে বিক্রির চেয়ে আগের সুদ-আসল বাবদ বেশি পরিশোধ করতে হয়েছিল প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা। আর একই অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বিক্রির চেয়ে আগের সুদ-আসল বাবদ বেশি পরিশোধ করতে হয়েছিল ১ হাজার ২৬৪ কোটি টাকা। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিগত সময়ে অবৈধ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মে সংকটে পড়া ব্যাংকগুলো পুনর্গঠন করার পর ওইসব ব্যাংক থেকে আমানত তোলার বাড়তি চাপ তৈরি হয়। আবার শেয়ারবাজারেও বিরাজ করছে মন্দাভাব। সব মিলিয়ে নিরাপদ বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু হয় সঞ্চয়পত্র। বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাংকে ঋণের সুদহারের পাশাপাশি বেড়েছে আমানতের সুদহারও। কিছু ব্যাংকে আমানতের সুদের হার ১২ শতাংশ ছাড়িয়েছে। তারপরও আকৃষ্ট হচ্ছে না গ্রাহক। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে আমানতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। অথচ কয়েক মাস আগেও এ খাতে আমানতের প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশের ওপরে ছিল। গত বছর ডিসেম্বরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। কিন্তু হঠাৎ এ প্রবৃদ্ধি ধসের মূল কারণ আস্থার সংকট। করোনাকালে অনেকেই সঞ্চয়পত্র ভেঙে সংসার চালিয়েছেন, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষরা। যেকোনো আর্থিক সমস্যায় সহজেই সঞ্চয়পত্র ভাঙা যায় বিধায় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি যাদের সংসার চলছে স্বাভাবিক আয়ে তারা বাড়তি আয়ের জন্য নতুন বিনিয়োগ করতে সঞ্চয়পত্রকেই বেছে নিচ্ছেন। তবে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাংক খাতকে আরও বেশি আস্থা অর্জন করা সময়ের দাবি।

এক বছর আগেও যেখানে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে মানুষের অনীহা ছিল এক বছরের ব্যবধানে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সঞ্চয়পত্রে অধিক বিনিয়োগে সরকারও লাভবান হবে। এটা দেশের জন্য ইতিবাচক। একইসঙ্গে ব্যাংক খাতেরও গ্রাহকদের কাছে আরও নির্ভরশীল হতে হবে। চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২৫) সঞ্চয়পত্র থেকে ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। তাই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সর্বদা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা উচিত।

রাজধানীতে হর্ন বন্ধে আইন

সারাদেশেই দিন দিন বাড়ছে শব্দ দূষণ। তবে শব্দ দূষণে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী রাজধানীবাসী। কেননা, ঢাকার শব্দদূষণের প্রধান উৎস হলো যানবাহনের হর্ন। এখানে গভীর রাতেও উচ্চমাত্রার শব্দ শোনা যায়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ফ্ল্যাট বা অন্যান্য স্থানে চালুকৃত জেনারেটর, মাইক বা সাউন্ড বক্স, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের শব্দ। ফলে, রাজধানীর বেশিরভাগ মানুষই শব্দ দূষণের শিকার হচ্ছেন। সেই সঙ্গে ঢাকা শহর বিশ্বের অন্যতম কোলাহলপূর্ণ শহরগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে গড় শব্দের মাত্রা ১১৯ ডেসিবেল। এই যখন অবস্থা, তখন পানি সম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকার ১০টি রাস্তায় হর্ন বাজানো বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা হবে। তারপর আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ঢাকার ১০টি রাস্তায় হর্ন বাজানো বন্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে।

মহানগরীর হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকা কোনো স্থানই আর নীরব নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী, আবাসিক এলাকায় নিরাপদ শব্দসীমা ৫৫ ডেসিবেল। বাণিজ্যিক ও যানজটপ্রবণ এলাকায় এই মাত্রা ৭০ ডেসিবেল। তবে বাস্তবতা হলো- নীরব এলাকা হিসেবে ঘোষিত স্থানগুলোতেও শব্দ দূষণে টিকে থাকা দায়। গ্রহণযোগ্য মাত্রার অধিক শব্দে অস্থির মনুষ্য ও প্রাণিকূল। মাত্রাতিরিক্ত শব্দ দূষণের কারণে শিশুদের শ্রুতিহীনতাসহ নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। শব্দের এই দূষণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ও শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী যে কোনো মোটরযান নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত শব্দমাত্রা সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা হর্ন মোটরযানে স্থাপন বা ব্যবহার করতে পারবে না। এই অপরাধের জন্য সড়ক পরিবহন আইনে অনাধিক তিন মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে দেখা যায়, মাঝে-মধ্যে দুই একটি অভিযান শেষ করেন পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিরা।

যখন তখন কারণে অকারণে যানবাহনের হর্ন বাজানো যেন নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে, শব্দ দূষণের দিক থেকে বিশ্বের প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলাদেশ। শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা জরুরি। বেপরোয়া হর্ন ব্যবহারের কারণ হিসেবে অসচেতনতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবকে দেখছেন চালক ও সাধারণ মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সড়ক ও মহাসড়কেও এখন রিক্সা, ব্যাটারিচালিত রিক্সা, মোটরগাড়ি একই সঙ্গে চলে। আবার অনেক পথচারীও তাদের ইচ্ছামতো রাস্তায় চলাচল করেন। ফলে বাস, সিএনজি, মাইক্রোবাস, জিপ গাড়িসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের গতি কমে যায়। আর তখনই চালকরা অযাচিত হর্ন বাজায়। এরূপ পরিস্থিতি উন্নয়নে চালকদের সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, সড়কে বিশৃঙ্খলার কারণেই শব্দ দূষণ বেশি হচ্ছে। কাজেই শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন পরিকল্পিত নগর পরিকল্পনা। দূষণ নিয়ন্ত্রণে শুধু আইনের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, জনগণের ঐকান্তিক সচেতনতা ও সহায়তাও জরুরি।

মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করুন

দু'তিন বছর ধরেই দেশে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগামী; সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নজিরবিহীন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের এই অসহনীয় বৃদ্ধি সব শ্রেণির মানুষের জন্য ভোগান্তি সৃষ্টি করলেও সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছে সীমিত আয়ের মানুষ। কয়েক বছর ধরেই জীবনযাত্রার ব্যয় সংকুলানে হিমশিম খাওয়া মানুষ এখন দিশেহারা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে, যার ফলে সাধারণ জনগণের আয়-ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের আমিষ ও পুষ্টি পূরণ এখন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাজারের আগুন যদি এভাবে জ্বলতেই থাকে তবে অনাহারে, অর্ধাহারে ও পুষ্টিহীনতায় আমরাই হয়তো একদিন নিভে যাব। যে কোনো অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে বাজার অস্থিতিশীল করে তোলে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী। ফলে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না। চলমান মূল্যস্ফীতিতে শহুরে জীবনের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের নিত্যদিনের অধিকাংশ পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় ডিমের মাধ্যমে। সে ডিমও এখন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দিন দিন শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হচ্ছে। বাড়ছে নৈরাজ্য, ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাট ও আয়বৈষম্য। আর তাই একশ্রেণির মানুষ দিন দিন আঙুল ফুলে বটগাছ হচ্ছে। রাতের আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে দেশের সচল গতিশীল অর্থনীতি। সিন্ডিকেট জনজীবনে দুর্ভোগ এবং পারিবারিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করে। কোনো সভ্য দেশে এমন সিন্ডিকেট থাকতে পারে না। গোটা দেশ ও দেশের ১৮ কোটি মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছে এই সিন্ডিকেট বা কারসাজিকারীদের কাছে। এটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারের। উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সরাসরি কীভাবে পণ্যদ্রব্য পৌছানো যায়, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং ব্যবস্থার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশন চেইন থাকা উচিত, যেখানে 'উৎপাদনকারী, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা'র শক্ত অবস্থানের বাইরে ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য থাকবে না। উৎপাদনকারী, পাইকার, পরিবহণ ব্যবসায়ী, খুচরা বিক্রেতাদের মুনাফার হার যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত, যেন কোনো অসাধু চক্র নানা অজুহাতে অধিক মুনাফা হাতিয়ে নিতে না পারে। রাজধানীসহ জেলা শহরগুলোতে এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বাজার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখে মূল্যস্ফীতি কমাতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। সে প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে সরকারকে আরও কঠোর অবস্থানে যাওয়া প্রয়োজন।

পরিযায়ী পাখি হত্যা নয়

মো. রাসেল হোসেন

প্রকৃতিতে শীতের আমেজ শুরু হলে ভোরের শিশিরবিন্দু জমে থাকে পাখির ঠোঁটের ডগায়। দূরদিগন্ত থেকে উড়ে আসে অনেক পরিযায়ী পাখি। হেমন্তের পাকা ধানের সুবাস শেষ হলেই উত্তরের হিমেল বাতাসে ভর করে ওরা ভিড় জমায় আমাদের দেশে। সাধারণত অক্টোবরের শেষ ও নভেম্বরের শুরুতে এসব পাখি আমাদের দেশে আসতে শুরু করে। বিল-ঝিলগুলো তখন পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এসব পাখির মধ্যে- বালিহাঁস, পাতিহাঁস, রাজসরালি, ডাহুক, পানকৌড়ি, নলকাক, গাংচিল, হুটটিটি, হারগিলা, শামুককনা, সারস, জললিপি উল্লেখযোগ্য। কাইম, ডাক, বালিহাঁস অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির পাখি। এদের ওজন প্রায় এক থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে শীতের আগমনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখি বা অতিথি পাখি এবং বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের হাওর ও উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও সমতলের বেশ কিছু এলাকায় এখন থেকে নিয়মিত কয়েকমাস এসব পাখির দেখা মিলবে। এসব পরিযায়ী পাখি হাজার হাজার মাইল দূরের পথ উড়ে আমাদের দেশে আসে তীব্র শীত ও খাদ্যাভাব থেকে বাঁচার জন্য। আসে দূর সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, হিমালয়ের পাদদেশ, চীনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। আসতে শুরু করে নভেম্বর মাসে এবং এপ্রিল পর্যন্ত থাকে। এই অল্পদিনেই এরা হয়ে যায় আমাদের বন্ধু। দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ওই পাখিরা। এসব পাখির মধ্যে অধিকাংশই জলচর ও হাঁস-প্রজাতি। বৃক্ষচারী পাখিও আছে, তবে সংখ্যা কম। জীবজগতের মধ্যে পাখিরাই সর্বাধিক পরি-যায়ী। শীতের এসব পাখিকে অতিথি পাখি বলেন অনেকে। পাখি অতিথি নয়, পাখি কোনো দেশের নয়। তবে পাখিদের দেশভিত্তিক একটা তালিকা থাকতে পারে। মূলত বর্ষার শেষে এবং শীতের আগে থেকেই এসব পাখি বাংলাদেশে আসা শুরু করে এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় মার্চ মাসের শেষ নাগাদ থাকার পর আবার ফিরে যায় পাখিগুলো। বাংলাদেশে অবস্থানকালে মূলত টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর এলাকা আর কক্সবাজারের সোনাদিয়ার মতো বেশ কিছু দ্বীপের উপকূলে এসব পাখির ব্যাপক উপস্থিতি চোখে পড়বে। বরিশালের দুর্গাসাগর, নীলফামারীর নীল সাগর, সিরাজগঞ্জের হুরা, আর সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ছাড়াও নিঝুম দ্বীপ, ঢালচর, চরকুকরী,চট্টগ্রাম বিভাগের চর বারী, বাটা চর,গাউসিয়ার চর, মৌলভীর চর, মুহুরী ড্যাম, মুক্তারিয়া চর, ঢাল চর, নিঝুম দ্বীপ, পতেঙ্গা সৈকত, সোনাদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপ; সিলেট বিভাগের আইলার বিল, ছাতিধরা বিল, হাইল হাওর বাইক্কা, হাকালুকি হাওর, পানা বিল, রোয়া বিল, শনির বিলসহ দেশের বিভিন্ন চর বা বিলে এসব পাখির ঝাঁক দেখা যায় শীতের সময়ে। পাখি হলো প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাখি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বাড়ায় না, আমাদের অনেক উপকারও করে। ফসলে ভাগ বসিয়ে পাখিরা মানুষের যেটুকু ক্ষতি করে, উপকার করে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।পাখি প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, কিচিরমিচির কলকাকলিতে মানুষকে আনন্দে মোহিত করে। পাখিগুলো শুধু জলাশয়ের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসল রক্ষা করে। পাখির মল জমির উর্বরতা বাড়িয়ে গাছপালা দ্রুত বর্ধনে সহায়তা করে। ফুল থেকে ফলে রূপান্তরে পাখির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিযায়ী পাখিদের জীবন আজ হুমকির সম্মুখীন। পরিযায়ী পাখিরা আমাদের দেশেও এখন নিরাপদ নয়।

দেহের অংশ সংগ্রহ করলে, ক্রয় বিক্রয় করলে বা পরিবহন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে , এসব আইনের প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রশাসনের উচিত পাখি শিকার বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগ।অতিথি পাখিরা নামেই শুধু অতিথি। এদেরকে নির্বিচারে হত্যা না করে অতিথির মর্যাদা দেওয়া উচিত। অতিথি পাখির জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে প্রত্যেক দপ্তরের দু-একজন কর্মচারী-কর্মকর্তাকে পাখি পরিচর্যা ও লালন-পালনের পদ্ধতিগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।কেউ আইন অমান্য করে পাখি শিকার করলে তার জেল-জরিমানা হতে পারে। আইনটি সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে। আইন অমান্য করলে যে শাস্তি পেতে হবে সেটা প্রচার করতে হবে। যতই আইন থাকুক না কেন জনসাধারণের সচেতনতা ছাড়া পাখি শিকার বন্ধ করা অসম্ভব। শুধু প্রশাসন পাখি শিকার বন্ধ করতে পারবে না

মানুষের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার ফলে এ দেশে পরিযায়ী পাখিরা আজ বিপন্ন।অনেকে পাখি শিকারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। অনেকেই গুলি করে, বিষটোপ ব্যবহার করে, জাল পেতে পাখি শিকার করছে।শিকারিরা গুলি করে, বিষটোপ ব্যবহার করে, জাল পেতে অতিথি পাখি হত্যায় মেতে ওঠে। শীত মৌসুমে বাজারে সবার সামনে অতিথি পাখি বিক্রিও করতে দেখা যায়। অনেকে রসনা তৃপ্তিতে বাড়িতে পরিযায়ী পাখি কিনে আনে। পাখি শিকার করা মানে নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার পরিচয় দেওয়া। যে পাখিরা শুধু জীবন ও খাদ্যের সন্ধানে আমাদের মতো দেশে আসে, নিজেদের অসচেতনতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু লোক সেই পাখিদের জীবন নষ্ট করছে বা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। মানবিক মানুষের এমন অমানবিক আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। অতিথি পাখি প্রকৃতি ও পরিবেশের বন্ধু। অতিথি পাখি শুধু জলাশয়ের অপরূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, আমাদের উপকারও করে।অথচ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ অনুযায়ী, পাখি হত্যার দায়ে একজন অপরাধীকে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতের বিধান রয়েছে। আবার কোনো ব্যক্তি পরিযায়ী পাখির ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করলে, ক্রয় বিক্রয় করলে বা পরিবহন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে , এসব আইনের প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রশাসনের উচিত পাখি শিকার বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগ।অতিথি পাখিরা নামেই শুধু অতিথি। এদেরকে নির্বিচারে হত্যা না করে অতিথির মর্যাদা দেওয়া উচিত। অতিথি পাখির জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে প্রত্যেক দপ্তরের দু-একজন কর্মচারী-কর্মকর্তাকে পাখি পরিচর্যা ও লালন-পালনের পদ্ধতিগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।কেউ আইন অমান্য করে পাখি শিকার করলে তার জেল-জরিমানা হতে পারে। আইনটি সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে। আইন অমান্য করলে যে শাস্তি পেতে হবে সেটা প্রচার করতে হবে। যতই আইন থাকুক না কেন জনসাধারণের সচেতনতা ছাড়া পাখি শিকার বন্ধ করা অসম্ভব। শুধু প্রশাসন পাখি শিকার বন্ধ করতে পারবে না। জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টাই পারে পাখি শিকার বন্ধ করতে। সবাইকে সচেতন হতে হবে, পাখি শিকারিদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। অতিথি পাখি আমাদের দেশে আসুক। কলকাকলিতে ভরে উঠুক জলাশয়ের চারপাশ।

শিক্ষার্থী,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কঠোর নজরদারি প্রয়োজন

কাজী তারিক আহম্মদ

দেশে প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরছে অগনিত প্রাণ, অনেকে আহত হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে। কিছুতেই থামছে না সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা রোধে সরকারের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে দুর্ঘটনা কমছে না। বেপরোয়া যান চলাচল বন্ধ হয়নি। এতে বোঝা যায়, দুর্ঘটনা রোধের পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা গলদ রয়েছে, যা দূর করা খুবই জরুরি। দেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার অনেক উঁচু। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে বিরামহীন, অত্যাধিক গতিতে গাড়ি চালনা এবং চালকের অসাবধানতার কারণে। একজন চালক একটানা চার-পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় গাড়ি চালাবেন, এটাই নিয়ম। কিন্তু দেশের কোনো চালকই এ নিয়ম পালন করেন না। ফলে একজন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত চালক যখন গাড়ি চালান, তখন স্বভাবতই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে বেশি। এজন্য মূলত বাস মালিকদের অত্যাধিক ব্যবসায়িক মনোভাবই দায়ী। এ প্রবণতা রোধে সরকারের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। নিরাপদ সড়ক ও যানবাহনের দুর্ঘটনা নিয়ে কাজ করা রোড সেফটি ফাউন্ডেশন চলতি বছরের অক্টোবর মাসে সড়ক দুর্ঘটনার একটা বিবরণ দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে সারা দেশে ৪৪৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৬৯ জন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮৩৭ জন। নিহতদের মধ্যে ৭৪ জন নারী ও ৬৬টি শিশু রয়েছে। আর মোট ২০৮টি মোটরবাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৯৬ জন। এই সময়ে মোট ২০৮টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ১৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা মোট মৃত্যুর ৪১ দশমিক ৭৯ শতাংশ এবং মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৪৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ। এছাড়া ১০২ জন পথচারী (২১ দশমিক ৭৪ শতাংশ) এবং ৬৭ জন যানবাহন চালক বা তাদের সহকারী (১৪ দশমিক ২৮ শতাংশ) নিহত হন। এ সময় চারটি নৌ-দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু এবং তিনজন আহত হন। আর ২১টি রেল দুর্ঘটনায় ১৮ জন মারা যান এবং ৬ জন আহত হন। প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনটি জানায়, নয়টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন সংবাদ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং এর নিজস্ব রেকর্ডের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। যানবাহনের ধরন অনুযায়ী মৃত্যুর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মোটরসাইকেলচালক বা যাত্রীদের মধ্যে ১৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (৪১ দশমিক ৭৯ শতাংশ)। বাসযাত্রীদের মধ্যে ৩১ জন (৬ দশমিক ৬০ শতাংশ) মারা গেছেন এবং ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, পিকআপ, ট্রলি বা লরির যাত্রীদের মধ্যে ২০ জন (৪ দশমিক ২৬ শতাংশ) নিহত হয়েছেন। এছাড়া প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও অ্যাম্বুলেন্স যাত্রীদের মধ্যে ১২ জন (২ দশমিক ৫৫ শতাংশ) মারা গেছেন। আর তিন চাকার যান (যেমন অটোরিকশা, সিএনজি, টমটম) যাত্রীদের মধ্যে ৯৪ জন (২০ দশমিক ০৪ শতাংশ) প্রাণ হারিয়েছেন। নসিমন ও করিমনের মতো স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন দুর্ঘটনা ১০ জন (২ দশমিক ১৩ শতাংশ) এবং সাইকেল চালক ও রিকশা যাত্রীদের মধ্যে চারজন (০ দশমিক ৮৫ শতাংশ) নিহত হয়েছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৭৩টি (৩৯ দশমিক ০৫ শতাংশ) দুর্ঘটনা জাতীয় মহাসড়কে ঘটেছে, ১৬২টি (৩৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ) আঞ্চলিক সড়কে, ৬৪টি (১৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ) গ্রামীণ সড়কে এবং ৩৮টি (৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ) শহুরে এলাকায় এবং এছাড়া অন্যান্য অপ্রত্যাশিত স্থানে ৬টি (১ দশমিক ৩৫ শতাংশ) দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল ১১২টি (২৫ দশমিক ২৮ শতাংশ) মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৭১টি (৩৮ দশমিক ৬০ শতাংশ) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ১০৪টি (২৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ) পথচারীকে আঘাত, ৪২টি (৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ) পেছন থেকে ধাক্কা এবং ১৪টি (৩ দশমিক ১৬ শতাংশ) অন্যান্য কারণে ঘটে। দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহনের মধ্যে ২৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, পিকআপ, ট্র্যাক্টর, ট্রলি, লরি ও ড্রাম ট্রাক জড়িত ছিল। মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, অ্যাম্বুলেন্স ও জিপ দুর্ঘটনা ছিল ৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ, যাত্রী-বাহী বাস ছিল ১৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ, মোটরবাইকের ছিল ২৮ দশমিক ০৭ শতাংশ এবং তিন চাকার যান (যেমন অটোরিকশা) ছিল ১৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এছাড়া স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন ছিল ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ, সাইকেল ও রিকশা ছিল ১ দশমিক ৮১ শতাংশ এবং অজ্ঞাত যানবাহন ছিল ২ দশমিক ৭১ শতাংশ। মোট ৭৭৩টি যানবাহন দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল। এর মধ্যে ১১২টি বাস, ১১৯টি ট্রাক, ২২টি কাভার্ড ভ্যান, ২৫টি পিকআপ, সাতটি ট্রাক্টর, ছয়টি ট্রলি, নয়টি লরি, আটটি ড্রাম ট্রাক, একটি ১৮-চাকার লরি, ১২টি মাইক্রোবাস, ১৪টি প্রাইভেট কার, পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্স, তিনটি জিপ, ২১৭টি মোটরবাইক, ১৩৬টি তিন চাকার যান, ৪২টি স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন, ১৪টি সাইকেল বা রিকশা এবং ২১টি অজ্ঞাত যানবাহন। দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫ দশমিক ৪১ শতাংশ দুর্ঘটনা হয়েছিল ভোরে, ২৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ সকালে, ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ দুপুরে, ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ সন্ধ্যা, ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ গোধূলি এবং ২৬ দশমিক ১৮ শতাংশ রাতে। বিভাগীয় পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট দুর্ঘটনার ২৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ এবং মৃত্যুর ৩০ দশমিক ৭০ শতাংশ ঘটেছে ঢাকা বিভা

সৌদি আরবে ফ্যাশন শো, ইসলামী পণ্ডিতদের ক্ষোভ তুঙ্গে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবের সাম্প্রতিক একটি ফ্যাশন শো নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটি এই ফ্যাশন শো নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইসলামিক পণ্ডিতরা। খবরে বলা হয়েছে, যে বিষয়কে নিয়ে বিতর্ক তা হলো এই ফ্যাশন শোতে 'গ্লাস ইন্সটলেশন' (কাচ দিয়ে তৈরি একটা বস্তু) দেখানো হয়েছিল যা পবিত্র কাবা শরিফের মতো দেখতে। সৌদি আরবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব 'রিয়াদ সিজন'-এ এই ইনস্টলেশনকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে মূলধারার আরব গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। সমালোচকদের বক্তব্য, এটা ইসলামের পবিত্রতম স্থানের অবমাননা করা। তবে সৌদি আরবের সরকারি গণমাধ্যম সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। গুজব রুখতে কাজ করে এমন এক সৌদি সংগঠনও জানিয়েছে, ফ্যাশন শোতে রাখা যে কাঠামোকে ঘিরে এত বিতর্ক, তা একটা কাচের তৈরি ঘনকাকৃতির একটা বস্তু মাত্র। বিষয়টা নিয়ে শোরগোল হওয়ার পর সৌদি আরবের 'অ্যান্টি রিউমর অথরিটি' বা গুজব বিরোধী কর্তৃপক্ষ ওই অনুষ্ঠানে পবিত্র কাবা শরিফের আদলে তৈরি কোনও বস্তু ব্যবহারের বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এটা কাচের তৈরি একটা ঘনকাকৃতির কাঠামো, যার সঙ্গে কাবার কোনও সম্পর্ক নেই। দেশটিতে 'অ্যান্টি রিউমর অথরিটি' হলো একটা স্বাধীন সৌদি মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যা অনলাইন রিউমর বা গুজবকে ট্র্যাক করে এবং তার সত্যতা সম্পর্কে যাচাইও করে। তবে সমালোচনার উত্তরে সৌদি আরবের সরকারি গণমাধ্যমের ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ইসলামি ব্যক্তিত্ব এই ঘটনাকে 'ইসলামের অবমাননা' বলে মনে করেছেন। কট্টরপন্থী কেউ কেউ আবার আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে এই 'বিকৃত' প্রদর্শনীতে যা করা হয়েছে তা 'শয়তানের কার্যকলাপ'। সৌদি আরবের সরকারি গণমাধ্যম এসব সমালোচনাকে ওই দেশকে বদনাম করার চেষ্টা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ইন্টারনেটে 'টেলিগ্রাম' এবং 'ফেসবুক' মারফত এই অনুষ্ঠানের ভিডিও এবং ছবি শেয়ার করা হচ্ছে। তারিক অব্দ আল-হলিম, একজন কানাডীয় ইসলামী লেখক। তিনি 'টেলিগ্রাম'-এ হিদায়াত আলসারি নামে পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লিখেছেন, আরব উপদ্বীপে বহু ঈশ্বরবাদ একটা আনুষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে ফিরে এসেছে। তারিক অব্দ আল-হলিম যা লিখছেন সেটি ফ্যাশন শোতে ব্যবহৃত কাবার মতো দেখতে ওই কাঠামোর দিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ আবার একে 'পৌত্তলিক প্রথার' সঙ্গেও তুলনা করেছেন। এদিকে, কট্টরপন্থীদের অনেকেই এই বিতর্কের সঙ্গে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সলমানের নাম জুড়ে দিয়ে তাকেও নিশানা করেছেন।

নিশানায় সৌদি যুবরাজ

মরক্কোর ধর্মীয় নেতা আল-হাসান বিন আলি আল-কিত্তানি বলেছেন, এই ঘটনা মূল্যবোধের অবক্ষয় ও দুর্নীতির লক্ষণ। তার অভিযোগ, বেশিরভাগ পণ্ডিতই এই ঘটনায় নীরব থেকেছেন। শুধুমাত্র কয়েকজন 'সত্যের কণ্ঠস্বরই' এই বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। এর মধ্যে মধ্যে অনেকেই ফ্যাশন শ্বের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবের ক্ষমতাসীন পরিবারের সমালোচনা করেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই জিহাদি এবং অনেক কট্টরপন্থীদের 'শত্রু' হিসেবে তারা পরিচিত। সিরিয়া-ভিত্তিক চিন্তাবিদ আবদেল রহমান আল-ইদ্রিসির দাবি, কাবার মতো দেখতে কোনও কাঠামোর চারপাশে মডেলদের নাচ আসলে সৌদি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সলমানের নির্দেশে হয়েছে। তথাকথিত ইসলামিক স্টেট-এর একজন সমর্থক ফেসবুকে সৌদি যুবরাজকে 'অনৈতিক ব্যভিচারী' বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি অভিযোগ তুলেছেন যে তিনি (সৌদি যুবরাজ) 'ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা' করেছেন।

রিয়াদ সিজন কী?

রিয়াদ সিজন সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত একটা বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া বিষয়ক বার্ষিক অনুষ্ঠান। রিয়াদ সিজন ২০২৪-এর অংশ হিসেবে লেবানিজ ডিজাইনার এলি সাব একটা ফ্যাশন শো করেছিলেন।

সে দেশের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের অনেকে এই অনুষ্ঠান নিয়ে অনেক আপত্তি জানিয়েছেন। মঞ্চে প্রদর্শন করা ওই কাঠামো ছাড়াও তারা সমালোচনা করেছেন ফ্যাশন শোয়ের টাইমিং নিয়ে। গাজা উপত্যকায় এবং লেবাননে যুদ্ধের মাঝে এই ফ্যাশন শো আয়োজন করা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। লন্ডনভিত্তিক আরবি সংবাদপত্র রায় আল-ইয়ুমের এক প্রতিবেদনে, রিয়াদ সিজনের ডিজাইনার ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধকে উপেক্ষা করার অভিযোগও আনা হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একজন জনৈক ব্যক্তি কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'গাজায় গণহত্যার মধ্যে সৌদি আরব নৃত্যশিল্পী ও গায়কদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

তথ্যসূত্র: বিবিসি

ইউক্রেনে প্রথমবার আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ রাশিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়া প্রথমবারের মতো ইউক্রেনে একটি আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে কিয়েভ জানিয়েছে। ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রুশ বাহিনী সকালে দিনিপ্রো শহরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। বিশেষ করে, রুশ ফেডারেশনের আস্ত্রাখান অঞ্চল থেকে একটি আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। ক্রেমলিনের আক্রমণ শুরুর পর প্রথমবার এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হলো বলে বাহিনীটির একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। সূত্রটি আরো জানায়, এটি 'স্পষ্ট', প্রচলিত ও পারমাণবিক উভয় ধরনের যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম ওই ক্ষেপণাস্ত্র পারমাণবিক বিস্ফোরক বহন করেনি। তবে মস্কো ওই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে কিনা জানতে চাইলে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, তার 'এই বিষয়ে কিছু বলার নেই'। এদিকে আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে বলে বিমানবাহিনী জানিয়েছে। তবে আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি (আইসিবিএম) ভূপাতিত হয়েছে কি না, তা বিস্তারিত জানানো হয়নি। দিনিপ্রো শহর যেখানে অবস্থিত, সেই বৃহত্তর অঞ্চলের প্রধান সের্হি লিসাক বলেছেন, রুশ বিমান হামলায় একটি পুনর্বাসনকেন্দ্র, কয়েকটি বাড়ি ও একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ৫৭ বছর বয়সী এক পুরুষকে ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং ৪২ বছর বয়সী এক নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে রাশিয়ার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন মারাত্মক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারে আরো সক্রিয় হয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ গণমাধ্যম গত বুধবার জানিয়েছে, লন্ডনের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর কিয়েভ যুক্তরাজ্যের সরবরাহকৃত স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করেছে। মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুটি স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। তবে সেগুলো রাশিয়ার ভূখণ্ডে নাকি অধিকৃত ইউক্রেনে ভূপাতিত হয়েছে তা উল্লেখ করেনি।

ক্রোম বিক্রি করতে গুগলকে চাপ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গুগলকে তাদের ক্রোম ইন্টারনেট ব্রাউজার বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। গত বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে গুগলের আংশিক ভাঙনের প্রস্তাব দিয়ে ফেডারেল বিচারকের কাছে আবেদন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো। চলতি বছরের শুরুতে গুগলের সার্চ ব্যবসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার সুরক্ষা এবং একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ রোধ করার জন্য তৈরি আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়ার পর এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। গত বুধবার রাতে মার্কিন বিচার বিভাগ ২৩-পৃষ্ঠার নথিতে গুগলকে ভেঙে ফেলার প্রস্তাব দাখিল করেছে। গুগলকে আগামী এক দশক যুক্তরাষ্ট্রে তার সার্চ রেজাল্ট অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী সার্চ ইঞ্জিনগুলোর সঙ্গে শেয়ার করতে বাধ্য করা উচিত বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের আবেদনে জানিয়েছেন। এটি গুগলের সঙ্গে অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনগুলোর একটি সমতল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে অবৈধ সার্চ বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য হারাতে পারে গুগল। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও তাদের ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে। এছাড়া প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে এটি লাখো আমেরিকানের তথ্য অনুসন্ধানের পদ্ধতিকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়া গুগলের বিভিন্ন প্রধান পণ্য ও পরিষেবার মধ্যে মজবুত সংহতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। গুগল আপিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে বুধবারের আবেদন সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি কোম্পানিটি। আগস্ট মাসে মার্কিন জেলা বিচারক অমিত মেহতা গুগলকে একটি একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে চিহ্নিত করার রায় দেওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

উত্তর কোরিয়াকে সিংহ ও ভালুক উপহার দিলেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উপহার হিসেবে উত্তর কোরিয়াকে ৭০টিরও বেশি প্রাণি পাঠালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পিয়ংইয়ংয়ের কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানার জন্য সিংহ ও দুইটি বাদামী ভালুকসহ ৭০টিরও বেশি প্রাণী পাঠিয়েছে মস্কো চিড়িয়াখানা। এটি মস্কো এবং পিয়ংইয়ংয়ের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের আরও একটি উদাহরণ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। পুতিনের পরিবেশমন্ত্রী আলেকজান্ডার কজলোভ এই প্রাণীগুলো একটি কার্গো প্লেনে করে উত্তর কোরিয়ার রাজধানীতে নিয়ে যান। গত বুধবার কজলোভের দপ্তর তাদের অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেলে এ তথ্য জানায়।

মস্কো থেকে পাঠানো এই প্রাণীগুলোর মধ্যে আরও ছিল দুইটি ইয়াক, পাঁচটি কাকাতুয়া, ডজনখানেক তিতির, এবং ম্যান্ডারিন হাঁস।

'মিথানল বিষক্রিয়ায়' লাওসে চার পর্যটকের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র লাওসে আরো এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত এই অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকের নাম বিয়ানকা জোনস। এ নিয়ে এ ঘটনায় চতুর্থ পর্যটকের মৃত্যু ঘটল। সন্দেহ করা হচ্ছে মিথানলযুক্ত মদপানে তাদের মৃত্যু হয়েছে। বছর বয়সী যুবকের পরিবার মিডিয়াকে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জোনসের মৃত্যু হলেও তার বন্ধু হলি বোলস এবং আরো একজন ব্রিটিশ নারী হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন বলে জানা গেছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট মিডিয়াকে বলেছিল, ভ্যাং ভিয়েং পর্যটন শহরটিতে একজন আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ১৯ এবং ২০ বছর বয়সী দুই ডেনিশ নারীও লাওসে গত সপ্তাহে মারা গিয়েছিলেন বলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। ভ্যাং ভিয়েং-এ 'নানা ব্যাকপ্যাকার হোস্টেল'-এই দুই অস্ট্রেলিয়ান নারী উঠেছিলেন। হোস্টেলটি বিবিসিকে বলেছেন, পুলিশের তদন্তের জন্য হোস্টেলটি বন্ধ রাখা হয়েছে। হোস্টেলের ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন, দুই নারী ১০০ জনেরও বেশি অতিথির মধ্যে ছিলেন। যারা হোস্টেল থেকে 'লাও ভদকা' বিনামূল্যে পান করেছিলেন এরপর তারা রাতের দিকে সেখান থেকে বের হয়ে যান। তবে অন্য কোনো অতিথি স্বাস্থ্য সমস্যার কথা জানা যায়নি। ম্যানেজার জানিয়েছেন, তদন্তের পর সব জানা যাবে। তবে তারা আপাতত বিনামূল্যে অ্যালকোহল দেওয়া বন্ধ করেছেন। পুলিশের এই মৃত্যুগুলোর কারণ তদন্ত করছে। তবে সংবাদ প্রতিবেদনে এবং পর্যটকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তারা মিথানলযুক্ত পানীয় বা মদ পান করে থাকতে পারেন। মিথানল একটি মারাত্মক পদার্থ, সেখানে প্রায়ই ভেজাল মদে পাওয়া যায় এটি। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ বিয়ানকা জোনসের মৃত্যুর পর বলেছেন, 'পররাষ্ট্র দপ্তর জোনসের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম চিন্তা তার পরিবার এবং বন্ধু, যারা একটি ভয়ানক শোকের সম্মুখীন হয়েছেন। সন্তান হারানো প্রতিটি পিতামাতার জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়, ভয় এবং একটি দুঃস্বপ্ন, যা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।' তিনি আরো জানান, তিনি আশা করছেন জোনসের বন্ধু হলি বোলস দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। বোলস বর্তমানে ব্যাংকক হাসপাতালে ভর্তি আছেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, তাদের নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন। মৃত্যুর কারণ বের করা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করছে। অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকে তাদের নাগরিকদের লাওসে অ্যালকোহল সেবনের সময় মিথানল বিষাক্ততার বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। মিথানল মানুষের জন্য বিষাক্ত, মদ উৎপাদনকারীরা কখনও কখনও এটি তাদের মদে যোগ করে।

বিনোদন

ইনস্টাগ্রাম নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য নেহার

বিনোদন ডেস্ক : সর্বদা স্পষ্ট কথা বলার জন্য পরিচিত বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা নেহা ভাসিন। সম্প্রতি তিনি তার নতুন গান, 'তু জানতা হে' লঞ্চের সময় অনলাইন ট্রোলিং এবং বডি শেমিং- এর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সম্প্রতি ৪২তম জন্মদিনে গায়িকা নেহা ভাসিন তার নতুন গানের অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজের কঠিন সময়ের কথা শেয়ার করতে গিয়ে তিনি বলেন, তখন ততটাও ফেমাস হইনি আমি। সেই সময় আমার ছবি তুলে 'কে বলুন তো?' ক্যাপশন দিয়ে পোস্ট করা হয় সামাজিক মাধ্যমে। এই ঘটনাগুলো ভীষণভাবে মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল আমাকে। গায়িকা বলেন, 'আমি হাইপার পজিটিভ ব্যক্তি নই। এই জিনিসগুলো আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম আমি। ইনস্টাগ্রাম তো এখন পর্ন হাবে পরিণত হয়ে গেছে। তবে এমন হওয়া একেবারেই উচিত নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো দিকগুলোকে তুলে ধরা উচিত, অনেক বেশি ভারসাম্য রাখা উচিত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। তবে সবকিছু ভালো হবে। পেশাগত উত্থান পতনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কখনো কখনো মনে হয়েছে সবকিছু ছেড়ে চলে যাব। কখনো আবার মনে হয়েছিল, সবাইকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে নিজেকে।

দেশে আসছে শিবপ্রসাদের 'বহুরূপী', যাচ্ছে 'দামাল'

বিনোদন ডেস্ক : নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমা 'বহুরূপী'। গেল দুর্গাপূজায় মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি ইতিমধ্যেই দারুণ সাড়া ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গে। এবার এটি আসছে বাংলাদেশে। আর সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। এর বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছে রায়হান রাফীর 'দামাল'। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সিনেমা দুটির বিনিময়ের ক্ষেত্র এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক মুশফিকুর রহমান গুলজার বলেন, 'বহুরূপি সিনেমাটি আনার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। কিন্তু মন্ত্রণালয় এখনও অনুমতি দেয়নি। সামনে মিটিং হওয়ার কথা রয়েছে, আমরা আশাবাদী; এখন দেখা যাক কী সিদ্ধান্ত হয়।' এদিকে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানান, সাফটা চুক্তি আওতায় ভারতের যে দুটি সিনেমা বাংলাদেশে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে তার মধ্যে আছে- 'পুষ্পা ২' ও 'বহুরূপী'। নির্মাতার কথায়, 'বহুরূপীর সঙ্গে আদান-প্রদানে ওপার বাংলার (বাংলাদেশ) যে ছবিটি এ দেশে (ভারত) দেখানো হবে, সেটা হলো "দামাল"। এটা রায়হান রাফীর ছবি, যিনি কিনা "তুফান"র মতো ছবির পরিচালক। ছবির প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। সাগর ভাই ও চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আমাদের ছবির সাফল্যের প্রথম স্মারক সাগর ভাই-ই আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমরা খুবই উদগ্রীব হয়ে আছি যে "বহুরূপী" কবে ওপার বাংলায় দেখানো হবে। ওপারের বহু মানুষও এই ছবি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।' শিবপ্রসাদ আরও বলেন, 'বহুরূপীর যে প্রথা, আর্ট ফর্ম, সেই সংস্কৃতি ওপার বাংলার মানুষেরও জানা উচিত। এই একই প্রথা পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে দুই বাংলা বড় হয়েছে, সেটা বাংলার মানুষের জানা উচিত। তবে এর মাঝেও একটা দুঃখের জায়গা আছে যে, লালফিতের গেরোয় আমরা একটু আটকে, অপেক্ষা করছি কবে দুই দেশের রাষ্ট্রীয় সিলমোহর পাব? কবে মুক্তির দিন মুক্তির দিন নির্দিষ্ট হবে। বাকি সবকিছুই হয়ে গিয়েছে, শুধু ফাইনাল অনুমতির অপেক্ষায়।

জয়া আহসানের 'ভূতপরী'র বিশেষ প্রদর্শনী

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। এপার বাংলার মতো ওপার বাংলাতেও সমান জনপ্রিয় তিনি। দুই বাংলায় কাজ করে যাচ্ছেন সমানতালে। বর্তমানে কলকাতায় রয়েছেন জয়া আহসান। নতুন দুই সিনেমার ডাবিংয়ের কিছু সংশোধনীর কাজে সেখানে অবস্থান করছেন তিনি। ডাবিং শেষে তিনি গোয়ায় যাবেন বলে জানা গেছে। গোয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার (ইফি) ৫৫তম আসরে অভিনেত্রীর 'ভূতপরী' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী হবে। প্রদর্শনী প্রসঙ্গে জয়া গণমাধ্যমকে জানান, গোয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার (ইফি) ৫৫তম আসরে ইন্ডিয়ান প্যানারোমা বিভাগের ফিচার ফিল্ম শাখায় জায়গা পেয়েছে তার 'ভূতপরী' সিনেমা। এমন একটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি জায়গা করে নেওয়ায় সম্মানিত বোধ করছেন তিনি। এদিকে একই উৎসবে জয়ার সঙ্গী হচ্ছেন দেশের আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীও। ইফিতে বাংলাদেশি সিনেমা হিসেবে অংশ নিতে ডাক পেয়েছে ?'প্রিয় মালতী'। এই ছবির প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবীন। জয়ার 'ভূতপরী' সিনেমাটি ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মুক্তি পায়। ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে জয়া আহসান ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, শান্তিলাল, বিষান্তক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এটি পরিচালনা করেছেন সৌকর্য ঘোষাল। বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে জয়ার আরও দুটি সিনেমা ও একটি ওয়েব সিরিজ। 'ডিয়ার মা' ও 'ওসিডি' সিনেমার পোস্টার শুট নিয়ে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। এর মধ্যে ভারতীয় পরিচালক সৌকর্য ঘোষালের 'ওসিডি' ২০২৫ সালের প্রথম দিকেই মুক্তির কথা রয়েছে। অন্যদিকে 'ডিয়ার মা' সিনেমাটি আগামী বছর কবে মুক্তি দেওয়া হবে, তা জানা যায়নি। ছবিতে জয়াকে প্রথমবারের মতো মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে। সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন জয়া।

আপত্তিকর ভিডিওর বিষয়ে যা বললেন তিশা

বিনোদন ডেস্ক : সাংবাদিক পরিচয়ে লুকিয়ে শুটিংয়ে সেটে আপত্তিকর ভিডিও ধারণের অভিযোগ এনেছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনুভা তিশা। ফেসবুক লাইভে এসে কাউসার নামে এক 'সাংবাদিক'র বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলেন এই অভিনেত্রী। প্রায় ২২ মিনিটের লাইভে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিশা জানান, কাউসার'স কিংডম নামের একটি ফেসবুক পেজে তার আপত্তিকর ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। এর আগে, এক ফেসবুক পোস্টে ওই যুবকের ছবি পোস্ট করে তার পরিচয় জানতে চান অভিনেত্রী। লাইভে এসে তিশা বলেন, 'কিছুক্ষণ আগে এক ব্যক্তির ছবি দিয়ে একটি পোস্ট করেছি। তিনি নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেন। চার-পাঁচ দিন আগে নবাবগঞ্জে আমাদের শুটিং ছিল। বাপ্পি খানের পরিচালনায় একটি নাটক করছিলাম। সেখানে অনেক সাংবাদিক এসেছিলেন। আমি ও আমার সহশিল্পী আরশ খানের সাক্ষাৎকার নেন। সেখানে উনি ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি সাংবাদিক। কিন্তু এই লোক সাংবাদিক তো দূরের কথা, তিনি আদৌ মানুষ কিনা, আমার সন্দেহ। কারণ তিনি লুকিয়ে বিভিন্ন অভিনেত্রীদের আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করেন, যেটা আমারও করেছেন। সেটির ভিউ ২ দশমিক ১ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। ভিডিওটি ছড়িয়ে গেছে এবং নামানো সত্ত্বেও অনেকের কাছে আছে।' ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তাসনুভা তিশা আরও বলেন, 'আউটডোর শুটিংয়ে, আমরা যারা অভিনেতা-অভিনেত্রী, আমাদের লেপেল পরার আলাদা কোনো জায়গা থাকে না। নিজেদের মতো করে পরতে হয়। আমি খোলা মাঠে শুটিং করছিলাম। সামনে সাংবাদিকরা ছিলেন। ভেবেছিলাম, সাংবাদিক ভাইয়েরা কখনও এমন কাজ করবেন না। তাই আমার মতো করে লেপেল পরছিলাম এবং ঠিক করছিলাম। সেই ভিডিও সে ধারণ করে "কাউসার কিংডম" নামের এক পেজে আপলোড করেন।' অভিনেত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'কতটা বিবেকহীন ও শিক্ষার অভাব হলে মানুষ এ ধরনের কাজ করে! এ ধরনের কিছু ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের সাংবাদিক বলে দাবি করেন, কিন্তু তারা আসলে সাংবাদিক নয়। একজন অভিনেত্রী হিসেবে আমি এই লোকের বিরুদ্ধে অবশ্যই অ্যাকশন নেব।

শাকিব-পরীমণির আলিঙ্গনের মুহূর্ত ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের দুই তারকা শাকিব খান ও পরীমণি জুটি বেঁধেছিলেন 'আরও ভালোবাসবো তোমায়' ও 'ধূমকেতু' সিনেমায়। এরপর আর একসঙ্গে দেখা যায়নি তাদের। তবে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। সম্প্রতি স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে শাকিব খান ও পরীমণির আলিঙ্গনের মুহূর্ত । গত মঙ্গলবার শাকিব খানের ডাকে তারকাদের হাঁট বসেছিল রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে। উপলক্ষ্যে ছিল হাইজিনিক টয়লেট ক্লিনিং ব্র্যান্ড টাইলক্সের 'টাইলক্স হাইজিনিক আবাস' নামের একটি ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন। যেখানে একে একে হাজির হয়েছেন অপি করিম, সিয়াম আহমেদ, পরীমনি, বিদ্যা সিনহা মিম, পূজা চেরী, দীঘি, কোনাল, সালহা খানম নাদিয়া, মিম মানতাসা, শবনম ফারিয়া, সারিকা, সাবরিন, কোনাল, কনা, স্পর্শিয়া, প্রীতম হাসান ও শেহতাজের মতো শোবিজাঙ্গনের জনপ্রিয় সব তারকারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তারকাদের মিলনমেলার সেই আয়োজনের বিভিন্ন মুহূর্ত, ছবি ও ভিডিও। যেখানে একটি ক্লিপ দর্শকের বেশি নজরে এসেছে। সেটি হচ্ছে মেগাস্টার শাকিব খান ও পরীমণির আলিঙ্গনের মুহূর্ত। ভিডিওতে দেখা যায় পরীমণি গাড়ি থেকে নেমে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছেন। এসময় শাকিব খানের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। মেগাস্টারকে জড়িয়ে ধরার সময় বেশ 'ইমোশনাল' দেখা যায় অভিনেত্রীকে। যে কারণে ভিডিও ক্লিপটি ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শাকিব-পরীমণির ওই ভিডিওতে ভক্তরাও বেশ মজার মজার বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। কেউ তাদের সুন্দর এই মুহূর্তের প্রশংসা করেছেন। আবার কেউ দু'জনকে একসঙ্গে নতুন সিনেমায় কাজ করতে দেখতে চেয়েছে

জোড়া মহিষ দিয়ে জমি চাষ করছেন এক কৃষক। আটঘরিয়া, পাবনা।

ধানের বাদামি গাছফড়িং দমনে করণীয়

কৃষি ও প্রকৃতি ডেস্ক : সবুজ ধানের অন্যতম শত্রু বাদামি গাছফড়িং। এটি কারেন্ট পোকা নামেও পরিচিত। খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। এ পোকার সংখ্যা এত বেড়ে যায়, আক্রান্ত ক্ষেতে বজ্রপাতের মতো হপার বার্নের সৃষ্টি হয়। আকার-আকৃতি, গায়ের রং বাদামি বা গাঢ? বাদামি। পূর্ণবয়স্ক পোকা লম্বা ও খাটো ধরনের হয়ে থাকে। দেহ খুবই নরম। স্ত্রী পোকার পেট পুরুষ অপেক্ষা বেশ বড়। পূর্ণবয়স্ক পোকা ৩.৫-৫.০ মিলিমিটার লম্বা। স্ত্রী পোকা পুরুষ অপেক্ষা বড়। জীবনচক্র, বাদামি গাছফড়িংয়ের জীবনচক্রে তিনটি স্তর আছে। স্তরগুলো হচ্ছে- ডিম, বাচ্চা এবং পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ফড়িং খোল পাতার ভেতরে গুচ্ছ আকারে ৮-১৬টি ডিম পাড়ে। ৪-৯ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। প্রথম পর্যায়ে বাচ্চা ৫ বার খোলস বদলায়। বাচ্চাগুলোর রং সাদা থাকে। পরে বাদামি রং ধারণ করে। বাচ্চা থেকে খাটো ও লম্বা পাখা-বিশিষ্ট উভয় ধরনের পূর্ণবয়স্ক ফড়িং হতে পারে। সাধারণত ধান পেকে গেলে লম্বা পাখা বিশিষ্ট পূর্ণবয়স্ক ফড়িং দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক পোকার গায়ের রং বাদামি। আকারে প্রায় ৪ মিলিমিটার। বাচ্চা থেকে পূর্ণবয়স্ক ফড়িংয়ে পরিণত হতে আবহাওয়া ভেদে ১৪-২৬ দিন সময় লাগে। পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং প্রায় ৩ সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে। এর একটি জীবনচক্র শেষ হতে আবহাওয়া ভেদে ২১-৩৩ দিন সময় লাগে। অনুকূল আবহাওয়ায় বছরে ১০-১১ বার বংশ বিস্তার করতে পারে। এক জোড়া (পুরুষ ও স্ত্রী) পোকা থেকে দু'এক মাসের মধ্যে হাজার হাজার পোকা জন্ম নিতে পারে। অনুকূল পরিবেশ, বেঁচে থাকা ও বংশ বিস্তারের জন্য আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান খুবই প্রয়োজন। যেসব জমি সব সময় ভেজা থাকে বা কিছু পানি জমে থাকে; সেসব জমিতে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। ঘন করে চারা রোপণ করলে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে পোকার আক্রমণ বেশি হতে পারে। জমি থেকে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার না করলে এবং সারি করে চারা রোপণ না করলে পোকার আক্রমণ বেশি হতে পারে। ১২-৩১ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এ পোকার বংশ বিস্তার বেশি হয়। এরা আলো-বাতাস পছন্দ করে না। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গার কাছাকাছি এরা বাস করে। পোকার বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থায়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে গাছের রস চুষে খায়। ফলে ধান গাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পোকার সংখ্যা বেশি হলে আক্রান্ত ফসলে বজ্রপাতে পোড়ার মতো (হপার বার্ন) অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আক্রমণের লক্ষণ, বাদামি গাছফড়িং বাংলাদেশে ধান ফসলের জন্য বর্তমানে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর পোকা। বোরো, আউশ এবং রোপা আমনের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতেই এ পোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ধান গাছের গোড়ায় কাণ্ড এবং পাতার খোল থেকে রস শুষে খায়। একসাথে অনেকগুলো পোকা রস শুষে খাওয়ার ফলে প্রথমে হলদে ও পরে শুকিয়ে মারা যায়। দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়। এ ধরনের ক্ষতিকে ইংরেজিতে 'হপার-বার্ন' বা ফড়িং পোড়া বলা হয়। ধানে শীষ আসার সময় বা তার আগে হপার বার্ন হলে কোনো ফলনই পাওয়া যায় না। তবে ধানের দানা শক্ত হওয়ার পর হপার-বার্ন হলে ২০-৪০% ক্ষতি হয়। সাধারণত ধানের কুশি গজানো অবস্থা থেকে ধান পাকা অবস্থা পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে কাইচ থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত। ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। ফলে গাছ পুড়ে যাওয়ার রং ধারণ করে। জৈব ব্যবস্থাপনা ১. বাদামি গাছফড়িং সহনশীল জাতের চাষ করা। ২. ধানের চারাভেদে দুই সারির মাঝে ১০-১২ ইঞ্চি ফাঁকা রাখুন এবং ৮-১০ ইঞ্চি দূরে দূরে চারা লাগান। ৩. ১০ সারি পর পর ১ সারি বাদ রেখে ল্যাগ পদ্ধতি অনুসরণ করুন। এতে ধান ক্ষেতে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করবে। ফলে বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ কম হবে। তবে ফলনে কোনো কমতি হবে না। ৪. প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ধানক্ষেত পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করে পোকার উপস্থিতি যাচাই করুন। ৫. বাদামি গাছ ফড়িংয়ের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য ধানক্ষেতের পাশে সন্ধ্যার পর ৩ ঘণ্টা আলোক ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। ৬. সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন। ইউরিয়া সার বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে চারা বেশি সবুজ ও রসালো হয়।

সংড়ায় ডেঙ্গু নিধন কর্মসূচির উদ্বোধন

সিংড়া, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের সিংড়া পৌরসভায় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ডেঙ্গু নিধন কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টায় শহরের জনগুরুত্বপূর্ণ "হাট-সিংড়া" খালে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ইউএনও মাজহারুল ইসলাম। সিংড়া পৌরসভার আয়োজনে এই কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী আহমেদ রফিক, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল মতিন, চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী শাহিনুর রহমান, প্রধান সহকারী জিল্লুর রহমান জুয়েল প্রমূখ। এর আগে গত ১৬ নভেম্বর সিংড়ায় যোগদান করেই এই জনগুরুত্বপূর্ণ খালের দীর্ঘ দেড় যুগের স্তুপিকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করেন ইউএনও।

হিলিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ রাখার দায়ে জরিমাণা

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে দুটি ফার্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ রাখার দায়ে এবং অনুমোদনহীন পশু খাদ্য বিক্রির দায়ে একটি ফিডের দোকানীকে ১৮ হাজার টাকা জরিমাণা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ দিনাজপুর। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় বাংলাহিলি বাজারে অভিযান পরিচালনা পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ দিনাজপুর এর সহকারী পরিচালক মমতাজ বেগম। এসময় মেসার্স কাওছার এন্টার প্রাইজ নামের একটি ফিডের দোকানে অনুমোদনহীন পশু খাদ্য বিক্রয়ের দায়ে ১০ হাজার এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ রাখার দায়ে মন্ডল ফার্মেসীকে ৫ হাজার এবং জাহিদুল ফার্মেসিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। দিনাজপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সহকারি পরিচালক মমতাজ বেগম জানান, এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অশ্রুসিক্ত নয়নে শিক্ষিকাকে বিদায়

বরিশাল প্রতিবেদক : অশ্রুসিক্ত নয়নে জেলার গৌরনদী উপজেলার হাপানিয়া-শরিফাবাদ ইউনাইটেড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা গৌরী রানীকে অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা চুন্নু ফকিরের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংবর্ধিত শিক্ষিকা গৌরী রানী, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম হাওলাদার, প্রধান শিক্ষক এইচএম নাসির উদ্দিন, একেএম মিজানুর রহমান, সাবেক প্রধান শিক্ষক দাদন আলী, শিরিন আক্তার, স্থানীয় সমাজসেবক সাইদুর রহমান, সাবেক শিক্ষার্থী আনিসুর রহমান, হাফিজুর রহমান, সানাউল হাওলাদার, মুনমুন রহমান ইমা সহ অন্যান্যরা। শেষে বিদায়ী শিক্ষিকাকে ফুল, সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবেক শিক্ষার্থী কাউয়ুম হাওলাদার।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে বাসস্থান হস্তান্তর

লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে সুন্দরপুর ইউনিয়ন এবং ভুজপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২টি পরিবারের মাঝে ঝিনাইদহ এক্স ক্যাডেট এসোসিয়েশন (জেক্সকা) এর অর্থায়নে এবং গুইমারা রিজিয়নের লক্ষীছড়ি জোনের তত্ত্বাবধানে নির্মিত ২টি বাসস্থান হস্তান্তর করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বাসস্থান ২টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন গুইমারা রিজিয়নের লক্ষীছড়ি জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম, পিএসসি, জি। এসময় লক্ষীছড়ি জোনের অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রাজারহাটের বকুল উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের রাজারহাটে সমাজের অবহেলিত জেলে পরিবারের মেধাবী বকুল দাস লেখা-পড়া শেষ করে ভাল উদ্যোক্তা হতে চায়। উদ্যোক্তা হতে সে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নে ব্যতিক্রম কৌশল অবলম্বন করে শিশু-কিশোরদের নিয়ে সভা-সেমিনার করে এলাকার লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন। বকুল দাস সমাজের মারাত্মক ব্যধি বাল্য বিয়ে বন্ধে কাজ করছেন। পাশাপাশি সে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। তার এই উদ্যোগকে এলাকাবাসী গ্রহন করে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের রতিরাম কমলো ঝাঁ মাঝিপাড়া গ্রামের জেলে পরিবারের বুদারু দাসের ছেলে কিশোর বকুল দাস(১৬)। অন্যের জায়গায় মাছ ধরে কেনা-বেচা করে তাদের কোন রকমে সংসার চলে। লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে ও বিক্রি করতে যায় বকুল। তিন ভাই-বোনের মধ্যে বকুল সবার বড়। ৫জন মিলে তাদের সংসার। মা গৃহিনী। বাবা বুদারু দাস জেলে। মাছ ধরাই তাদের পেশা। মাছ ধরতে পারলে পেটে ভাত যায়, না পেলে হয়তো সেদিন উপোস করেই তাদের থাকতে হয়। বকুল দাস ফুলখাঁর চাকলা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। সমাজের নিম্ন বর্ণের ছেলে হওয়ায় এবং অভাবী পরিবারের হওয়ায় বিদ্যালয়েও বন্ধু-বান্ধবরা তাকে তেমন ভালভাবে মেনে নেয় না। অভাবী সংসারে তিন ভাই-বোনের লেখা পড়া চালানো বাবা বুদারুর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এক সময় অভাবের তাড়নায় বকুলের লেখা-পড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এসময় ২০২২ সালের শেষের দিকে আরডিআরএস বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত চাইল্ড, নট ব্রাইড(সিএনবি) প্রকল্পের সমীক্ষা চলে ওই এলাকায়। সংস্থার নিয়মানুযায়ী বকুল দাসকে অন্তর্ভূক্ত করে সংস্থাটি। এর পর ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের ইয়ূথ চ্যাম্পিয়ন হয় বকুল দাস। সিএনবি প্রকল্প থেকে সে ৪ দিনের প্রশিক্ষন-বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোরদের জেন্ডার ও জীবনদক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন পায়। সদস্য হওয়ার কারণে সে এলাকায় ৪০ জন সদস্যের পৃথক ২টি দল গঠন করে তাদের ১৯টি সেশনে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম চালায় এলাকায়। এখন তাদের গ্রামে এর সবাই এ বিষয়ে সচেতন, অপরদেরও সে নিয়মিত সচেতন করছে। সে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭, সংগঠনের উন্নয়নের প্রশিক্ষণ (উন্নয়ন নীতি, টেকসই পরিকল্পনা, এবং যুব জড়িত পরিকল্পনা), ইউনিয়নগুলিতে যুব নেতাদের জ্ঞান বিকাশের উপর সংলাপ অধিবেশনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া সে অপারেশন পদ্ধতি, পরিকল্পনা এবং বাজেট পদ্ধতি, চাইল্ড, নট ব্রাইড প্রজেক্ট(সিএনবি) এর অধীনে আরডিআরএস বাংলাদেশ থেকে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। সে একটি যুব সংগঠনের প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। সে বাল্যবিবাহের পরিণতি সম্পর্কেও জানেন এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই জীবন দক্ষতা কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তাও জানেন। সে তার প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের সাথে বাল্য বিবাহের খারাপ প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। সে বাল্যবিবাহের কুফল, যুব সংগঠনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিয়ে কাজ করা, স্থানীয় ক্লাব, সরকারী কর্মকর্তা ও সিভিল সার্ভিস সংস্থার সাথে নেটওয়ার্কিং, কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, রক্তদান কর্মসূচী (বন্ধু রক্তদান), বিতর্কপ্রতিযোগিতা এবং একটি বিতর্কপ্রতিযোগিতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। প্রশিক্ষক, ফুটবল খেলোয়াড়, তাৎক্ষণিক বক্তা, কোভিড-১৯-এর সময় দরিদ্রপরিবারগুলিকে সহায়তা, বিনামূল্যে মাস্ক, কোভিড-১৯-এর সময় স্যানিটাইজার বিতরণ, অসহায় সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করা, শিশু-কিশোরদের দল গড়ে তোলা এবং আলোচনা সেশন প্রদান, ছন্দ কবিতা, শিশু সুরক্ষা নীতি বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি করে যাচ্ছেন।

সুজানগরে চায়ের দোকান মিনি সিনেমা হলে পরিণত

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের চায়ের দোকানগুলো মিনি সিনেমা হলে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই সকল দোকানে টাকা দিয়ে জুয়া খেলার ন্যায় ক্যারাম খেলা হচ্ছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায়, উপজেলার অধিকাংশ হাট-বাজার এবং বিভিন্ন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য চায়ের দোকান। ওই সকল চায়ের দোকানে ব্যাপক লোকসমাগম ঘটিয়ে বেচাকেনা বেশি করার লক্ষে বেশিরভাগ দোকানে রাখা হয়েছে বিশাল বড় বড় রঙ্গিন টেলিভিশন এবং ক্যারামবোর্ড। উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আব্দুল মজিদ বলেন চায়ের দোকানের টেলিভিশন গুলো অনেক রাত পর্যন্ত চালু থাকে। আর ওই সকল টেলিভিশনে আকর্ষণীয় সিনেমা দেখানো হয়। তাছাড়া বেশিরভাগ দোকানে রাখা হয়েছে ক্যারামবোর্ড। সেকারণে এলাকার এক শ্রেণির বেকার ভবঘুরে লোকজনের পাশপাশি কতিপয় স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বিকাল থেকে রাত ১০/১১টা পর্যন্ত ওই সকল দোকানে গিয়ে টেলিভিশন দেখার পাশাপাশি টাকা দিয়ে ক্যারাম খেলে থাকে। এতে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি তারা বিপদগামী হচ্ছে। তাছাড়া টাকা দিয়ে ক্যারাম খেলাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বলেও তিনি জানান। উপজেলার তারাবাড়ীয়া গ্রামের নুরুল ইসলাম বলেন পার্শ্ববর্তী সাতবাড়ীয়া বাজারের একাধিক চায়ের দোকানে সিনেমা হলের মতো ৫০ থেকে ৫২ইঞ্চি বিশাল বড় বড় এলএডি টেলিভিশন রয়েছে। এলাকার কতিপয় ভবঘুরে লোকজন ওই সকল চায়ের দোকানে গিয়ে টেলিভিশন দেখার পাশাপাশি টাকা দিয়ে ক্যারাম খেলে থাকে। অনেক সময় ক্যারাম খেলাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদও হয়। সুজানগর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ গোলাম মোস্তফা বলেন খোঁজ-খবর নিয়ে শিগগিরই চায়ের দোকানে ক্যারাম খেলা এবং টেলিভিশনে সিনেমা দেখা বন্ধ করা হবে।

চাঁদপুরে কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলায় কৃষি অফিস কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারি প্রণোদনার ৪৪০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি করে বোরো উফশী বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১০০ জন কৃষককে দেয়া হবে ২ কেজি করে বোরো হাইব্রিড বীজ। অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে এইসব বীজ এবং সার বিতরণ করা হচ্ছে। গত বুধবার চাঁদপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাখাওয়াত জামিল সৈকত। এ সময় তিনি বলেন, ওকৃষিই সমৃদ্ধি এই শ্লোগানে চাঁদপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে এ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হলো।তিনি আরও বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশি প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। সরকার আপনাদের পাশে সব সময় আছে। আপনারা যে যার যার সাধ্যমত চাষাবাদ করবেন। বীজ নিয়ে কেউ অবহেলা করবেন না। কারো জমি খালি রাখবেন না। চাঁদপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তপন রায় এর সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, সুমি আক্তার, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন ও সাদিকা বেগম প্রমুখ। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তপন রায় জানান, বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ,দেশ উন্নয়ন হতে হলে প্রথমে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে, এজন্য সবাই কৃষিকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাই উপজেলা প্রশাসনের কৃষি বিভাগ সবসময় কৃষকের পাশে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাঠে ফলন ভালো পেতে এবং সুবিধা অসুবিধার জন্য নিয়মিত কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখার অনুরোধ জানান। কৃষক ও কৃষক পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও উপজেলা কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

নকলায় টিসিবি'র পণ্য বিক্রি শুরু

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নকলা উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার মোট ১৪ হাজার ৩১৯ টি দরিদ্র বা সল্প আয়ের পরিবারের মাঝে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর ন্যায্যমূল্যের পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত বুধবার সকালে উপজেলার বানেশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে টিসিবি'র পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বেধন করা হয়। বানেশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদের তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান মাজহারুল আনোয়ার মহব্বত প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এসময় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর ডিলার শহিদ মিয়া, নকলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. মোশারফ হোসাইন, ইউপি সদস্য মনির হোসেনসহ সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্য, স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত সকল গ্রাম পুলিশ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশা-শ্রেণীর সুবিধাভোগীরা উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১৪ হাজার ৩১৯ টি সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে, গণপদ্দী ইউনিয়নের ১,২৭০টি, নকলা ইউনিয়নের ১,১২৯টি, উরফা ইউনিয়নের ১,৩০০টি, গৌড়দ্বার ইউনিয়নের ৮৭০টি, বানেশ্বর্দী ইউনিয়নের ১,০৭০টি, পাঠাকাটা ইউনিয়নের ১,১৭০টি, টালকী ইউনিয়নের ১,০৭০টি, চরঅষ্টধর ইউনিয়নের ১,২৭০টি ও চন্দ্রকোনা ইউনিয়নের ১,৩৭০টি পরিবারকে এবং নকলা পৌরসভার ৩ হাজার ৮০০টি পরিবারকে এই সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তথ্য মতে, চলতি নভেম্বর মাসের জন্য বরাদ্দকৃত টিসিবি পণ্য প্রতিটি প্যাকেজের ৫ কেজি চাল, প্রতিকেজি ৩০ টাকা হারে মোট ১৫০ টাকা; ২ কেজি মশুর ডাল, প্রতিকেজি ৬০ টাকা হারে মোট মূল্য ১২০ টাকা ও ২ লিটার সয়াবিন তেল, প্রতিকেজি ১০০ টাকা হারে মোট ২০০ টাকা নির্ধারন করা হয়েছে। এ হিসেবে প্রতিটি পরিবারকে ৪৭০ টাকার বিনিময়ে নভেম্বর মাসের টিসিবি প্যাকেজের প্যাকেট ক্রয় করতে হচ্ছে। ন্যায্যমূল্যে এসব নিত্যপণ্য ক্রয় করতে পেরে খুশি দরিদ্র বা সল্প আয়ের পরিবারের লোকজন।

নীলফামারীতে দুই চিকিৎসক অনুপস্থিত দেড় বছর

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ জি.এম আরিফুর রহমান ও ডাঃ সামান্তা সেফিন রিমা উভয়ে দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত। অধিদপ্তর থেকে তাদের একাধিকবার শোকজ করা হলেও কোন জবাব মেলেনি বলে একটি সূত্র জানায়। ডাঃ জি.এম আরিফুর রহমান স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকনীলফামারী পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের একাধিক সূত্র জানায়, প্রায় দেড় বছর আগে ওই চিকিৎসক দম্পতি নীলফামারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে যোগদান করেন। অনুপস্থিতির বিষয়টি উদ্ধর্তন কর্তপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এব্যাপারে সহকারী পরিচালক (সিসি) ডাঃ রোখসানা বেগমও চিকিৎসক দম্পতির অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ফলে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে আগত মা ও শিশুরা যেমন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন,তেমনি কেন্দ্রের সমস্ত কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

চাঁদপুরে খাঁটি গরুর দুধ বিক্রর নামে প্রতারণা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরের মিশন রোড মোড় কাঁচাবাজারে কথিত খাঁটি গরুর দুধের উপরে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গত বুধবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের বাজার তদারকি অভিযানের অংশ হিসেবে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দেখা যায় অর্থলোভী একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী খাঁটি গরুর দুধের নামে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে নির্ণিত -পানি মিশ্রিত দুধ বিক্রি করে থাকে।

নৌকাকে সুরক্ষিত রাখতে আলকাতরা লাগাচ্ছেন এক নারী। বালিয়াডাঙ্গী, ডিক্রিরচর, ফরিদপুর।

পাইকগাছায় শিক্ষিকার পদত্যাগের দাবীতে সড়ক অবরোধ

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার পাইকগাছায় সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পদত্যাগের দাবীতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। পরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসে সমাস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে তারা কর্মসূচী প্রত্যহার করে নেয়। প্রধান শিক্ষিকা ভৈরবী রাণী রায়ের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতা অপব্যবহার ও অদক্ষতার অভিযোগে তার পদত্যাগের দাবী জানানো হয়। গত বুধবার সকাল ১০ টায় শিক্ষার্থী ঋতুর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকল ক্লাস বর্জন করে শ্রেণী কক্ষ ও বিদ্যালয়ের মেইন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরে প্রধান সড়কে অবস্থান করে সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকা ৭ মে ২০২৪ তারিখে পাইকগাছা সরকার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় যোগদান করেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ যোগদানের পর থেকে তিনি মাসে এক দিনও স্কুলে আসেন না। বেতন নিয়ে চলে যান। এ সময়ে তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার রুটিন, সিলেবাস, ক্লাস রুটিন, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সনদ , ছুটির নোটিশ কিছুই দেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষিকা না থাকলে বিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের খবর পেয়ে সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন ঘটনা স্থলে এসে সবকিছু শোনার পর তিনি যথাযত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়। উপস্থিত ছিলেন পাইকগাছা থানা অফিসার ইনচার্জ সবজেল হোসেন।

বাজিতপুরে কৃষকদের হাইব্রিড বীজ বিতরণ

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি: কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর পৌরসভাসহ ১১টি ইউনিয়নে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটার দিকে উপজেলা কৃষি অফিস সংলগ্ন তাদের সেন্টার থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারাশিদ বিন এনাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আশরাফুল আলম হাইব্রিড বীজ বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্ভোধন করেন। এসময় ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়নে মোট ৩২০০ শত কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড ধানের বীজ বিতরণ করেন। প্রতি কৃষক ২কেজি করে বীজ পান। কৃষকরা জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর প্রকৃত কৃষক এসব বীজ পাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ আশরাফুল আলম, কৃষি উদ্ভিদ কর্মকর্তা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহ সকল উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা।

সাপাহারে স্মার্ট প্রকল্প ও কর্মকর্তাদর পরিচিতি সভা

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর সাপাহারে বিশ্ব ব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এবং পিকেএসএফ-এর কারিগরি সহায়তায় বে সরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের মাধ্যমে স্মার্ট প্রকল্পের আওতায়, উপপ্রকল্প নওগাঁ জেলার সাপাহার, পোরশা, পত্নীতলা, এবং নিয়ামতপুরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্মার্ট প্রকল্প

আগামী বছর ভারতে আসছেন মেসি, বাংলাদেশে আসবেন কি?

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশসহ পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে কত ভক্ত তা হয়তো খোদ মেসি এবং আর্জেন্টিনা কল্পনাও করতে পারবে না। তারা শুধু জানে, মেসি এবং আর্জেন্টিনা বলতেই এই অঞ্চলের ভক্তরা যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাদের নিজেদের দেশের চেয়েও যেন অনেক বেশি পাগল ভক্ত রয়েছে ভারতে, বাংলাদেশে। কাতার বিশ্বকাপের সময়ই এ বিষয়টা বেশ ভালো টের পেয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। এমনকি মেসিও। বিশেষ করে বাংলাদেশে। এই দেশে তার এত বেশি ভক্ত- সেটা চিন্তা করেও বিস্মিত হন মেসি। তার সেই বিস্ময় এবং ভালোলাগা এরই মধ্যে প্রকাশ করেছেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনও প্রকাশ করেছে। সেই মেসি এবং আর্জেন্টিনা ফুটবল দল আগামী বছর ভারত সফরে আসতে যাচ্ছেন। ১৪ বছর পর আর্জেন্টাইন ফুটবল দলকে দেখা যাবে ভারতীয় উপমহাদেশে। ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কেরালা সরকারের প্রচেষ্টায় মেসি ও আর্জেন্টিনা দলের সফরের বিষয়টা নিশ্চিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরহিমান জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা ফুটবল দল খেলতে আসবে কেরালায়। সে দলে থাকবেন মেসিও। আর্জেন্টিনা সরকার এবং তাদের ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএ) সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মেসিদের আসার সব খরচ বহন করবে কেরালা সরকার। বুধবার আব্দুরহিমান জানিয়েছেন, স্পেনে গিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাদের। আগামী বছর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে প্রদর্শনী ম্যাচ হতে পারে। আপাতত কোচিতে সেই ম্যাচ হবে বলে জানানো হয়েছে। কারণ ওই স্টেডিয়াম ৬০ হাজারের কাছাকাছি দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন।

আবারও বার্সায় ফিরছেন মেসি!

স্পোর্টর্স ডেস্ক : যে ডেরায় বড় হয়েছিলেন তর্কযোগ্যভাবে বর্তমান ফুটবল বিশ্বের সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি, সেই ডেরায় তার ফেরার খবরে এখন ব্যবহার করতে হয় আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। এটাই বোধহয় সময়ের খেলা। বার্সেলোনা নামক ছোটবেলার ঘরে ফেরত যাচ্ছেন মেসি, এমন খবর শুনলে এখন খানিকটা ঘোরে চলে যান ফুটবলভক্তরা। পরক্ষণেই নড়েচড়ে বসে কৌতুহলের ভঙ্গিতে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, আসলেই কি তাই? মেসি সত্যিই বার্সেলোনায় ফিরবেন? ২০০০ সালে মেসির বয়স কেবল মাত্র ১৩। ওই সময় বার্সেলোনা ছাড়া বোধহয় অন্যকিছু চিনতেন না মেসি। অর্বাচীন বালক মেসি খেলা শুরু করলেন বার্সার ইয়ুথ দলে। সময়ের ব্যবধানে ক্রমেই আর্জেন্টাইন বালক হয়ে উঠলেন ফুটবল বিশ্বের সেরা তারকা। পুরো বিশ্বে নিজের তারকাখ্যাতি ছড়িয়ে দিলেন। ফুটবল খেলাকেই চেনালেন নতুন করে। দুই দশকেরও বেশি সময় বার্সেলোনায় থাকার পর ২০২১ সালে জীবনের মোড় ঘুরে গেল মেসির। অর্থ সংকটে পড়লো ইউরোপের অন্যতম নামীদামি ক্লাবটি। ভেতরে সিদ্ধান্ত হলো- মেসির সঙ্গে চুক্তির

মেয়াদ বাড়াবে না বার্সা। অর্থাৎ হাতে গড়া তারকাকে ছেড়ে দেবে স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাব। খবরটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না বার্সা ও ফুটবলপ্রেমী-রা। সে সময় বার্সা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি মেসিকে রাখবেন। শেষ পর্যন্ত পারলেন না। অবশেষে দীর্ঘ ২১ বছরের সম্পর্কচ্ছেদ হলো মেসি ও বার্সার। সম্পর্কে তিক্ততার এক পর্যায়ে সব মায়া ছেড়ে ক্যাম্প ন্যু থেকে মেসি উড়াল দিলেন ফ্রান্সের প্যারিসের বিমানে। দুই মৌসুম খেললেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইতে (পিএসজি)। এরপর উঠলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানে। খেলা শুরু করলেন এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মিয়ামির জার্সিতে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রেই আছেন মেসি। বার্সার সঙ্গে তিক্ততা এতটাই প্রবল ছিল যে, ২০২১ সালের পর ক্লাব ছাড়ার পর একবারের জন্যও বার্সেলোনায় যাননি ৮বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। আগামী ২৯ নভেম্বর বার্সার ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন মেসি। বার্সার স্থানীয় রেডিও ব্রডকাস্ট প্রতিষ্ঠান টোট কস্তা বলছে, এই অনুষ্ঠানে আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি লাপোর্তা। জানা গেছে, বার্সা সভাপতির আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাবেন না মেসি।

পিটার বাটলারকেই দায়িত্বে রাখছে বাফুফে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করা ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার সফল হয়েছেন শিরোপা ধরে রাখতে পেরে। বিদায়ী বছরে পিটারের অধীনে ৮ ম্যাচ খেলেছেন সাবিনারা। দুটি হেরেছেন, একটি ড্র করেছে এবং জিতেছে ৫টি। এর মধ্যে আছে মর্যাদার সাফ শিরোপাও। পিটার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নতুনদের ওপর বেশি নজর দিয়েছেন এই ইংলিশ কোচ। আগামীর জন্য একটি শক্তিশালী দল তৈরি লক্ষ্যে পিটার অতীত ও নামের ওজন বাদ দিয়ে বর্তমান পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাফুফের কাছেও এখন অনূর্ধ্ব-২০ দলটি হবে হ্যাটট্রিক সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই ফেব্রুয়ারির সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারকেই দায়িত্বে রাখছে বাফুফে। বাফুফের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, '২৯ নভেম্বর পিটারের অধীনেই শুরু হবে অনূর্ধ্ব-২০ দলের অনুশীলন। আমরা মেয়েদের জন্য তাকে রেখে দিয়েছি। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাফুফের সাথে তার চুক্তি আছে একাডেমির জন্য। এর আগেই তিনি কথা বলে কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে যাবেন। তারপরই আমার বয়সিভিত্তক দল নিয়ে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করবো।' বাফুফের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন হলে মেয়েদের পরের সাফ চ্যাম্পিয়ন-শিপ পর্যন্তও তাকে দেখা যেতে পারে দায়িত্বে। বাফুফের চোখ এখন মেয়েদের সাফের হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নে। পরের সাফ বাংলাদেশে হওয়ার কথা রয়েছে। গত কাঠমান্ডু সাফ চলাকালীন ও সাফ শেষে পিটার বাটলারকে নিয়ে বেশ কয়েকজন সি-নিয়র খেলোয়াড়ের নেতিবাচক মন্তব্যের কোচের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

সাফের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট চলাকালীন কোচের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে অভিযোগ করাটা ভালোভাবে নেয়নি বাফুফে। যদিও মুখ বুঝে সহ্য করছে বাফুফে, মেয়েদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা কবে বিশ্বকাপ জিতবে? যা বলছে চ্যাটজিপিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা কবে বিশ্বকাপ জিতবে? যা বলছে চ্যাটজিপিটি

তথ্য সংগ্রহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ আর বিভিন্ন সম্ভাব্যতা বিচারে চ্যাট জিপিটি এখন আস্থার নাম। সেই আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলেজেন্সের কাছেই প্রশ্ন ছিল ব্রাজিল বিষয়ে। বর্তমানে খুব একটা ছন্দে নেই ফুটবল বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি শিরোপাধারী দলটি। বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ড্র করে লাতিন অঞ্চলের ৫ম স্থানে নেমেছে তারা। এমন অবস্থায়, নিজ দেশের সমর্থকদের কাছ থেকে দুয়ো শুনতে হয়েছে তাদের। কিন্তু, ব্রাজিলের ফুটবল নিয়ে চ্যাটজিপিটি রীতিমতো আশার আলোই জ্বালিয়েছে বলা চলে। জানতে চাওয়া হয়েছিল, পরের ৫ বিশ্বকাপ কে জিতবে। আর তাতেই এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্তর, ২০৩০ সালে বিশ্বকাপ ঘরে তুলবে ব্রাজিল। যার অর্থ, বহুল আরাধ্য 'হেক্সা' পূরণে সেলেসাওদের অপেক্ষা করতে হবে আর ৬ বছর। পরের বিশ্বকাপটা ঘরে তুলবে ফ্রান্স। আর ২০৩৪ সালে আরও একবার এশিয়া মহাদেশে এসে বিশ্বকাপ জেতার স্বাদ পাবে আর্জেন্টিনা। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা দুই দলের ক্ষেত্রেই চ্যাটজিপিটি বিশ্বাস করে, তরুণ প্রজন্ম এসে দুই দলের চিত্র বদলে দেবে।২০৩৮ সালে ইংল্যান্ডের ওপর বাজি রাখছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বুকায়ো সাকা এবং জ্যুড বেলিং-হাম আরও পরিণত হয়ে ইংলিশদের হাতে বিশ্বকাপ এনে দেবে বলে মনে করছি চ্যাট জিপিটি। আর ২০৩৮ সালে এসে নিজেদের ৫ম বিশ্বকাপ পাবে জার্মানি। প্রশ্ন আসতেই পারে, চ্যাট জিপিটির এই ভবিষ্যদ্বাবাণী কতটা বিশ্বস্ত। এই প্রশ্নেও হয়ত আশাবাদী হবেন ব্রাজিলের সমর্থকরা। ম্যাসিভ মাল্টিটাস্ক ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মতে, চ্যাটজিপিটি ৮৮ দশমিক ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম। আর খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতার সাফল্যও বেশ বলার মতোই। টুলিফাই ডট এআই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন খেলায় ফলাফল নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছিল চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে। সেখানে লিভারপুল বনাম টটেনহ্যাম ম্যাচে সঠিক প্রেডিকশন দিয়েছিল চ্যাটজিপিটি। এসি মিলান ও জুভেন্টাস ম্যাচে আংশিক এবং একটি

বাস্কেটবল ম্যাচে ভুল অনুমান করেছিল এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। একই রকমের আরেকটি ফলাফল প্রকাশ পায় গেল মাসেই। যেখানে ওএলবিজি নামের এক প্রতিষ্ঠান দুটি ভিন্ন ভিন্ন এআই টুলস ব্যবহার করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেছিল। সেখানে ১১০ ম্যাচের মধ্যে ৬১ ম্যাচে সঠিক ফল অনুমান করে চ্যাটজিপিটি। যার অর্থ, প্রায় ৫৫ শতাংশ ম্যাচে সঠিক অনুমান করেছিল তারা। সব হিসেব টেনে তাই চ্যাটজিপিটির অনুমান উড়িয়ে দেয়া একেবারেই সহজ নয়।

রাফায়েল নাদাল: টেনিসের রাজ্যে 'স্প্যানিশ সম্রাট'

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ডেভিস কাপের ডাবলসের লড়াই। গভীর মনোযোগে খেলা দেখছেন ৩৮ বছরের এক ভদ্রলোক। কার্লোস আলকারাজ ও মারসেল গ্রানোয়ার্স

জুটি হেরে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চেহারায় বিষন্নতার ছাপ, মনে বিষাদের ঝড়। যে ঝড় বুকে পুষে ২৩ বছর আগে এই ডেভিস কাপেই শুরু হয়েছিল ক্যারিয়ার। সেই ক্যারিয়ার টেনিস সাম্রাজের অলিগলি ঘুরে শেষ হলো একই মঞ্চে। সেই সঙ্গে টেনিসের আকাশেও থমকে গেল 'রাফায়েল নাদাল' নামক নক্ষত্রের আলোক ঝর্ণাটি। নাদাল, টেনিসের রাজ্যে স্পেনের পতাকা বয়ে নিয়ে যিনি হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তি। ২০০১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রথম প্রতিযোগিতামুলক টেনিসের মঞ্চে পা রাখা। এরপর আর পেছনে ফিরতে তাকাতে হয়নি। টেনিস তাকে আগলে রেখেছে আপন আলয়ে। মেধা আর প্রতিভার ঝলকে টেনিস কোর্টে অজস্রবার তুলেছেন করতালির ঝড়, 'রাফা.. রাফা..' স্লোগানে উন্মাতাল করেছেন বিশ্বের অজস্র সীমান্ত। ২৩ বছরের ক্যারিয়ার, ১৩০৭ টি ম্যাচে রক্যাকেট হাতে কোর্টে নেমে ১০৮০ ম্যাচেই জয় নিয়ে ফেরা। কিংবদন্তির আসন তাকে তো এমনিতেই আপন করে নেয়নি। টেনিস কোর্টে কাটিয়েছেন জীবনের ২৫৪৩ ঘন্টা। উপহার দিয়েছেন রুদ্ধশ্বাস আর রোমাঞ্চে ভরা সুস্থ ধারার বিনোদন। হয়ে উঠেছেন টেনিসের একচ্ছত্র সম্রাট। রাফা নামেই যেখানে বন্দনা হতো রোজ।

২০০৪ সালে প্রথম খেতাব জয়। পরের বছরই এটিপি রক্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে আগমন। এরপর টানা ৯১২ সপ্তাহ তাকে সেরা দশ থেকে বের করতে পারেনি কেউ। যা আজও রেকর্ডের পাতায় অক্ষুণ্ণ। দুই দশকের ক্যারিয়ারে জিতেছেন ৯২টি সিঙ্গেলস শিরোপা। এর মধ্যে রয়েছে ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম। উইম্বলডন জিতেছেন দুটি। সর্বোচ্চ ১৪টি ট্রফি বাগিয়েছেন ফ্রেঞ্চ ওপেনে। এছাড়াও চারটি ইউএস ওপেন ও দুটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন। অলিম্পিকে দেশকে এনে দিয়েছেন ২টি স্বর্ণপদক।

লাইফস্টাইল

আয়ুর্বেদিক ওষুধের গুণাগুন ও দাম কেমন

লাইফস্টাল ডেস্ক : ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি 'আয়ুর্বেদ' নামে পরিচিত। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভেষজ উদ্ভিদ, গাছের পাতা, ফল, নানা ধরনের বীজের তেল আর ছাল বাকল হয়ে ওঠে এই চিকিৎসাধারার মূল উপকরণ। হরিতকি, বহেরা, তুলসী, আমলকি, নিম, পানপাতা, কালোজিরা, বাসক, অর্জুনের ছাল, মধু ইত্যাদি প্রকৃতিক উপাদানগুলোই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মূল উপকরণ। হরিতকি, বহেরা, তুলসী, আমলকি, নিম, পানপাতা, কালোজিরা, বাসক, অর্জুনের ছাল, মধু ইত্যাদি প্রকৃতিক উপাদানগুলোই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মূল উপকরণ, হরিতকি, বহেরা, তুলসী, আমলকি, নিম, পানপাতা, কালোজিরা, বাসক, অর্জুনের ছাল, মধু ইত্যাদি প্রকৃতিক উপাদানগুলোই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মূল উপকরণ আয়ুর্বেদের গুণাগুণ, আয়ুর্বেদ পঞ্চকর্মার মধ্য দিয়ে শরীরের ভেতরে থাকা জটিল রোগের কারণ অনুসন্ধান করা যায়। বোমেটিং থেরাপি (ওয়ানামা), লুজ মোশন (ভিরেচানম), এনিমা (ভাস্তি), নেজল থেরাপি (নাস্বিয়াম), ব্লাড লেটিং থেরাপি (রক্তমুখ সানামা) এগুলোই হল আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্মা। যেকোন দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বের করার জন্য পঞ্চকর্মা ব্যবহৃত হয়। অর্থ্যাৎ শরীরকে শুদ্ধি করার এক ধরনের প্রক্রিয়া এটি। রোগের সঠিক কারণ নির্ধারণের পর চিকিৎসা শুরু হয়। কোন রাসায়নিক পদার্থের ছোঁয়া নেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসায়। যে কারণে ফলাফল পেতে একটু বেশি সময় লাগে। তবে এর সুফল দীর্ঘস্থায়ী। শুধুমাত্র ওষুধ খেলেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। ওষুধের পাশাপাশি কিছু নিয়মও মেনে চলতে হয়। সকালে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম, খাদ্য গ্রহণ ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডা. মো. নাজমুল হুদা

বলেন, 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূলত দুটি উদ্দেশ্য আছে। দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ও রোগীকে আয়ুর্বেদিক ওষুধে সারিয়ে তোলা। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় প্রথম উদ্দেশ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এই চিকিৎসায় এখনও সূদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এতে গবেষণার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে না।' পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কেরালা, কর্ণাটক, ব্যাঙ্গালুরসহ নানা প্রদেশে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে ওই দেশের আয়ুর্বেদিক রিসার্চ সেন্টারগুলোতে গবেষণা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতি অনেকটা বিপরীত। জটিল রোগগুলোর আয়ুর্বেদিক ওষুধ এখনও এদেশে আবিষ্কৃত হয়নি। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ নেই। একটি মাত্র সরকারি আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের বেহাল দশা। পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, অপারেশন থিয়েটার নেই বললেই চলে। ওয়ার্ডগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে মূলত গরীব বা নিম্নবিত্ত মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছে। টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে ব্যর্থ মানুষগুলোর বাঁচার এটাই যেন শেষ সম্বল! ওষুধের দাম, আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুত হয় উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ- এই তিনটি উৎস থেকে। উদ্ভিদ ও প্রাণীজ উৎস থেকে প্রস্তুতকৃত আয়ুর্বেদিক ওষুধের দাম কম। বেশিরভাগ ওষুধ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই আছে। সাধারণত ৪৫০ এমএল আয়ুর্বেদিক ওষুধ ১০০ থেকে ১৪০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ একই পরিমাণ অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কিনতে দুই বা তিনগুণ টাকা বেশি গুনতে হয়- জানালেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডা. নাজমুল হুদা। তবে খনিজ উৎস যেমন তামা, রুপা, সোনা ইত্যাদি ধাতু থেকে তৈরি ওষুধগুলোর দাম একটু বেশি। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির জন্য আমাদের দেশের সরকারের নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো নেই।

ভাত খেয়ে ওজন কমানোর উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অনেকেই মনে করেন, ভাত খেলেই ওজন বেড়ে যাবে। যারা ওজন কমাতে চান বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তারা অনেক সময় ডায়েট থেকে ভাত পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু ভাতেও রয়েছে অনেক পুষ্টি উপাদান। । যেমনড়আয়রন, ফাইবার, প্রোটিন ও সামান্য ফ্যাট। ভাত প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে, ফলে চুল ও ত্বক ভালো থাকে। ভাতে আছে জিংক, ভিটামিন-বি ও থায়ামিন। যাদের হজমের সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য ভাত খুব উপকারী। কিন্তু ভাত অতিরিক্ত খেলে শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ''ভাতের সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। তবে পরিমাণ মতো ভাত খেলে ওজন বাড়ার ভয় নেই।''

১০ হাজার পা হাঁটতে চাইলে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে ১০ হাজার পা হাঁটতে চাইলে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে এক. ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার রাখতে হবে। এজন্য ভাত অথবা রুটি খেতে পারেন। সকালে এবং দুপুরে ভাত খেতে পারেন। রাতে ভাত না খাওয়াই ভালো, বিশেষ করে যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন তারা রাতে ভাত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন।

ত্বকের লাবণ্য ধরে রাখতে কী করেন জ্যাকুলিন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করেন না। কেনা প্রসাধনীও ব্যবহার করেন না তিনি। তাহলে কী করেন? ত্বকের লাবণ্য ধরে রাখতে নিয়ম মেনে জীবন যাপন করেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে এই অভিনেত্রী জানিয়েছেন তার ত্বকের লাবণ্য ধরে রাখতে তিনি বাড়িতে নিয়মিত যোগাসন করেন এবং নাচেন। ত্বকের লাবণ্য ধরে রাখতে দই এবং মধুর ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন। মাঝে মধ্যে বরফ দিয়ে মুখ এক্সফোলিয়েট করেন। জ্যাকুলিন ডায়েট কন্ট্রোল করেন। সকালে টোস্ট, দুপুরে সবজি ও ফলের সালাদ, আর রাতে হালকা কোনো খাবার গ্রহণ করেন। বিশেষ করে মাছ খান তিনি। জ্যাকুলিন মনে করেন, ত্বকের লাবণ্য ধরে রাখার জন্য ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার গ্রহণ করা উচিত। এতে ত্বকে লাবণ্য বজায় থাকে। আপনিও ওমেগাড় ৩ যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে পারেন: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন হৃদ?যন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য সবাইকে সপ্তাহে অন্তত দুদিন ওমেগা৩ যুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রায় সব মাছেই কম বেশি ওমেগা৩ চর্বি থাকে। সবচেয়ে বেশি ওমেগা ৩ পাওয়া যায় সামুদ্রিক মাছে। যেমন ইলিশ, টুনা, সার্ডিন, স্যামন, ট্রাউট, হেরিং, কড মাছের তেলে।

সন্তানধারণের জন্য চাপ দিচ্ছে?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বিয়ের পর পর যে প্রশ্নটি অনেক বার শুনতে হয়, তা হলো, বয়স তো হয়ে যাচ্ছে, সন্তান কবে নেবে? পারিবারিক অনুষ্ঠান হোক কিংবা পাড়ার কোনো জমায়েতড় একই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় মুখে মুখে। বাইরে বেরোনোও যেন এক ত্রাস! কেবল মেয়েরাই নন, এমন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ছেলেদেরও। একটা সময় ছিল, যখন বিয়ের এক-দু'বছরের মধ্যেই পরিবার বড় করতে চাইতেন বেশ কিছু দম্পতি। তবে এখন সময় বদলেছে। পেশা, পড়াশোনা, দাম্পত্যজীবন গুছিয়ে নিয়ে একটু দেরিতেই মা-বাবা হতে চান অধিকাংশ দম্পতি। এমন পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক চাপ থেকে দূরে থাকবেন কী করে, সে কথা ভেবেই নাজেহাল? * যখনই কেউ এ ধরনের প্রশ্ন করবেন, চেষ্টা করুন সেই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলতে। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলুন তার সঙ্গে। তবে অভদ্রতা করে নয়, ভদ্রভাবেই তাকে বুঝিয়ে দিন এটি আপনার ব্যক্তিগত বিষয়, এই নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলতে আপনি স্বচ্ছন্দ নন। * আপনি যদি বাড়ির বড়দের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করতে স্বচ্ছন্দ না হন, তা হলে সে বিষয়টি তাদের স্পষ্ট করে বলুন। এই সিদ্ধান্ত যে একান্তই আপনার ও আপনার সঙ্গীর হবে, সেটা তাদের বুঝিয়ে বলুন। আপনার হাবেভাবেও তারা সেই কথা বুঝতে না পারলে সরাসরি কথা বলুন। * যদি দেখেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যেরা সন্তানধারণের জন্য চাপ তৈরি করছেন, তা হলে স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের সঙ্গে গোটা বিষয়টি আলোচনা করুন। সঙ্গীকেও নিজের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলুন। * এক কানে শুনুন, অন্য কান দিয়ে বার করে

দিন! এর থেকে ভালো কোনো পন্থা হয় না। মন শক্ত করুন। কোনো কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের মন শান্ত রাখতে পারলে দেখবেন, কোনো কিছুই আপনাকে আর অস্থির করবে না।

ঘরেই বানান ন্যাচারাল লিপ বাম

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত এলে ঠোঁট আদ্রতা হারাতে শুরু করে। ঠোঁটের আদ্রতা ও কোমলতা ধরে রাখার জন্য লিপ বাম ব্যবহারের পরাশর্ম দেয় রূপ বিশেষজ্ঞরা। শীতের শুরুতে যদি ঠোঁটের ঠিকমতো যত্ন নেন তাহলে শীতজুড়ে ভালো থাকবে ঠোঁট। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে লিপ বাম ব্যবহার করতে পারেন। এতে পুরো রাত ঠোঁট পুষ্টি পাবে। ঠোঁটের কোমলতা বজায় থাকবে। ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন লিপ বাম। উপায় জেনে নিন। নারকেল তেল ও পেট্রোলিয়াম জেলির লিপ বাম: এক চা চামচ পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে এক চা চামচ নারকেল তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণে পছন্দমতো এসেনশিয়াল অয়েল কিংবা ভ্যানিলা এসেন্স যোগ করে নিতে হবে। এরপর ছোট কাচের শিশিতে সংরক্ষণ করতে হবে। বিট ও ঘিয়ের লিপ বাম: এক টুকরো বিট ও ঘি মিশিয়ে লিপবাম তৈরি করে নিতে পারেন। এজন্য বিটের রসের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে ফ্রিজে ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিন।

ওটসের উপকারিতাগুলো জানেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রায়ই শুনে থাকবেন ওটস স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো, ওটসে ওজন কমে ইত্যাদি। প্রচুর পরিমাণ খাদ্যআঁশসমৃদ্ধ ওটস হৃদরোগ এবং ক্যানসার প্রতিরোধেও ভালো কাজ করে। সকালে নাস্তায় এক বাটি গরম ওটস এর মত সারাদিনের জন্য সুষম খাবার খুবই কম পাওয়া য়ায়। অনেকে আবার সন্ধ্যায়ও খান ওটস। ওজন কমাতে, ক্যালরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওটস অনেক উপকারি- এটা জানি সবাই। কিন্তু জানলে অবাক হবেন তার সাথে সাথে ওটস নানারকম অসুখ যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার্ টাইপ-২ ডায়াবেটিস্ হার্ট ডিজিজ ও ব্লাড প্রেসার দমন করতে ও অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া ওটস হাই কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে। আসুন দেখে নেই প্রতিদিন ওটস খাওয়ার উপকারিতাগুলো কী কী। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর ফ্রি র?্যাডিকেল প্রতিরোধ করে। ওটমিলে আছে প্রচুর পরিমাণ অ্যাভেনানথ্রামাইড নামক পলিফেনল জাতীয় অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট। এই অ্যাভেনানথ্রামাইড নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন বাড়িয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে রাখে। নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীগুলোকে বিস্তৃত রেখে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। অ্যাভেনানথ্রামাইডের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণও রয়েছে যা চুলকানি কমায় ও অ্যাজমা প্রতিরোধ করে। হজম প্রক্রিয়া ঠিক রাখতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ আঁশজাতীয় খাবার খাওয়া জরুরি। ওটসে বেটা-গ্লুক্যান নামে

বিশেষ ধরণের খাদ্য আঁশ অন্ত্রে বিশেষ ধরণের জেল উৎপাদন করে। এটা হজমে সাহায্য করে। এছাড়া অন্ত্রে উপকারি ব্যাকটেরিয়া উৎপাদনেও সাহায্য করে বেটা-গ্লুকোন। প্রতিদিন বেটা-গ্লুক্যান সমৃদ্ধ খাবার খেলে এল-ডি-এল নামক ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমায়। নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে চিনির মাত্রা। ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ঘন ঘন এটা সেটা খেতে ইচ্ছে করা ও পরিমাণে বেশি খেয়ে ফেলা।

ওটমিলের